NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ স্বদেশপ্রেমের আলোকে জগদীশচন্দ্র

গোঘাটে চালক খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার পাঁচ ৬

কলকাতা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 15.12.2023, Vol.17, Issue No. 183, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সময়ের এক ঘণ্টা আগে নবান্নে পৌঁছে নিরাপত্তার খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্ধারিত সময়ের ১ ঘণ্টা আগে শুধুমাত্র নিজের নিরাপত্তারক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন নবান্নের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ টা ৫০ মিনিটে নবান্নে পৌঁছে যান তিনি। তারপর নিজের দপ্তরে প্রবেশ করে চমকে যান। সূত্রের খবর, দপ্তরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেখেন, নিরাপত্তার দায়িত্বে নেই কোনও অফিসার। বুধবারে সংসদ হানার ঘটনায় যখন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেই আবহেই নবান্নের নিরাপত্তার খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ফিরে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে যাননি। কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি কিন্তু নবান্নে যান। মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে দেখেন, প্রায় ১১টা বেজে গেলেও ওসি, এসি নবান্ন-সহ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসারেরা তখনও গরহাজির। এরপর নিজের সিকিওরিটি অব ডিরেক্টরকে পুরো বিষয়টি দেখতে বলেন তিনি। ডিরেক্টর অব সিকিওরিটির দায়িত্বে থাকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা। নবান্নের ভিতরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, পার্লামেন্টের নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পরের দিন মুখ্যমন্ত্রী কি নিরাপত্তার অবস্থা দেখতে আগেভাগে পৌঁছে গিয়েছিলেন নিজের দপ্তরে? তবে এভাবে আচমকা দপ্তরে পৌঁছে যাওয়ার নজির রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। নবান্নের বিভিন্ন তলায় সরকারি দপ্তরেও আগে যেতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। উল্লেখ্য, এদিন নবান্নের নিরাপত্তা নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সবকটি গেটে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। এদিকে, বুধবারের ঘটনার পর বিধানসভাতেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। ভিজিটরদের জন্য ইস্যু করা পাসের মেয়াদ কমিয়ে করা হচ্ছে ২ ঘণ্টা। পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক এড়ালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রত্যাশিত ভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক এড়িয়ে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তাঁর। রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের সদস্যের নাম ঠিক করতে এই বৈঠকে যোগদানের জন্য নবান্ন থেকে আমন্ত্রণ গিয়েছিল বিরোধী দলনেতার দপ্তরে। কিন্তু বৈঠক শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এক্স হ্যান্ডেলে বৈঠকে না যাওয়ার কথা জানিয়ে দেন শুভেন্দু। বৈঠকে যোগদান না করার কারণ হিসাবে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। প্রথম কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, 'এই বৈঠক আসলে লোকদেখানোর মতো বিষয়, কারণ এখানে নিজেদের পছন্দ মতো ব্যক্তিকে বসানোর সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাঁদের মধ্যে বেছে নেওয়ার কাজ হবে, সেই তালিকায় রয়েছেন মাত্র তিন জন। সেই তালিকায় এমন এক জন রয়েছেন, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর চোখের মণি। যাঁকে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল। এ বার তাকে পুর্নবাসন দিয়ে রাজ্যের মানবিধাকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বসানো হচ্ছে।'

সংসদে গ্যাস হামলা নিয়ে

মন্ত্রীদের বাড়তি সতর্কতার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: সংসদে গ্যাস হামলা নিয়ে মন্ত্রীদের বাড়তি সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সাফ বার্তা, 'রাজনীতি নয়, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুন।'

বুধবার সংসদে হইচই ফেলে দেয় দুই হানাদার। অধিবেশন চলাকালীন স্মোক বম্ব নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করে তারা। ওই ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার দিনভর একাধিক বৈঠক করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। তারপর বৈঠক করেন মন্ত্রীদের সঙ্গে। অমিত শাহ ছাড়াও আরও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী ও অনুরাগ ঠাকুররা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, ওই বৈঠকেই মন্ত্রীদের সংসদে গ্যাস হানা নিয়ে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীদের উদ্দেশে মোদির বার্তা, এই ঘটনাকে কোনওভাবেই হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এই ঘটনাটা গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। এটা নিয়ে কোনওভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বেন না। আমাদের আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।' সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী এদিন পুরো সংসদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল সেটা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গতকালের ঘটনার জেরে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছে বিরোধীরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পদত্যাগও চেয়েছে এরাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সেসব নিয়ে ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৬ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র আওতায় মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে প্রাথমিক তদন্তে। ঘটনার সব দায়ই কেন্দ্র চাপাচ্ছে সংসদের সচিবালয়ের উপর। এ পর্যন্ত মোট ৮ জন নিরাপত্তারক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

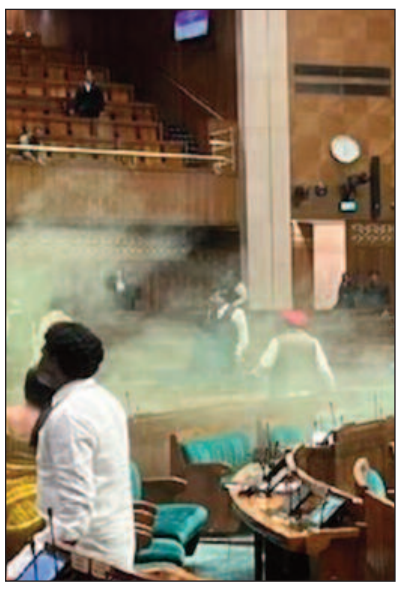

৭ দিনের পুলিশ হেপাজত

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: সংসদে গ্যাস হামলার চার অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হল ৭ দিনের জন্য। জানা গিয়েছে, সংসদের ভিতরে গ্রেপ্তার হওয়া সাগর শর্মা ও ডি মনোরঞ্জন এবং সংসদের বাইরে গ্রেপ্তার হওয়া নীলম দেবী ও অমল শিন্ডেকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বুধবারের ঘটনায় সব মিলিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় উত্তাল গোটা দেশ। বুধবার টিভির পর্দায় দৃশ্যটি দেশে শিউরে ওঠে দেশবাসী। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংসদরাও হতভম্ব হয়ে যান। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সংসদের ভিতরে ঢুকেছিলেন মাইসুরুর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সাগর শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাইসুরুরই আর এক বাসিন্দা মনোরঞ্জন ডি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের মধ্যে একজন হরিয়ানার বাসিন্দা নীলম সিং। অপরজন মহারাষ্ট্রের অমল শিন্ডে। ধৃতদের জেরার পাশাপাশি তাঁদের বাড়িতে গিয়েও তল্লাশি শুরু করে স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

হামলা নিয়ে অনিয়ন্ত্রিত আচরণের অভিযোগ

সাসপেন্ড ডেরেক-সহ ১৪ জন বিরোধী সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: সংসদে গ্যাস হামলার প্রতিবাদ করার শাস্তি! তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েনের পর সাসপেন্ড হলেন ১৩ জন বিরোধী সাংসদ। এদের মধ্যে ৯ জন কংগ্রেসের সদস্য। এই ১৪ সাংসদের বিরুদ্ধেই 'অনিয়ন্ত্রিত আচরণে'র অভিযোগ তুলল শাসকদল।

বুধবার সংসদের মধ্যে স্মোক বম্ব নিয়ে দুই ব্যক্তির হানা দেওয়ার ঘটনা নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। বৃহস্পতিবারও এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের দুই কক্ষ। নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় আলোচনার দাবি করে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন বিরোধীরা। তাঁদের দাবি ছিল, এদিনের গোটা অধিবেশনেই নিরাপত্তা লঙ্ঘন নিয়ে আলোচনা হোক। কিন্তু লোকসভা বা রাজ্যসভা কোনও হাউসেই এই দাবি মানা হয়নি। উলটে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য প্রথমে রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনকে সাসপেন্ড করা হয়।

লোকসভাতেও ওই একই পদক্ষেপ করা হয়েছে একাধিক সাংসদের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে সাসপেন্ড হয়েছেন মোট ১৫ জন বিরোধী সাংসদ। এদের মধ্যে ৯ জন কংগ্রেসের, দুজন সিপিএমের, দুজন ডিএমকের তৃণমূলের একজন এবং একজন সিপিআইয়ের। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের উল্লেখযোগ্য হলেন, মানিকম ঠাকুর, কানিমোঝি, ডিন কুরিয়াকোসে, হিবি ইডেন, জোথিমানি, রাম্যা হরিদাস এবং টি এম প্রাথপন। শীতকালীন অধিবেশনে আর অংশ নিতে পারবেন না এই ১৪ সাংসদ।

সূত্রের খবর, লোকসভার সাংসদদের বিরুদ্ধে অনিয়ন্ত্রিত আচরণের অভিযোগ তোলেন খোদ স্পিকার ওম বিড়লা। তার পরই এদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করান সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। স্বাভাবিকভাবেই এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। এদিকে ডেরেক ও'ব্রায়েনকে নিয়ে রাজ্যসভায় একপ্রস্ত নাটক হয়েছে। চেয়ারম্যান ধনখড়ের অভিযোগ, সাসপেন্ড করার পরও রাজ্যসভায় প্রবেশ করেছেন ডেরেক। তৃণমূল সাংসদের আচরণ রাজ্যসভার কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। ক্ষোভে অধিবেশন মুলতুবিও করে দেন চেয়ারম্যান।

অনুপস্থিত সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার

কয়লা পাচার কাণ্ডে কলকাতা-সহ ১৩ জায়গায় সিবিআই তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার কয়লা পাচারকাণ্ডে ফের তৎপর হল সিবিআই। কলকাতা-সহ রাজ্যের মোট ১৩ জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাক্তন সিআইএসএফ কর্তা শ্যামল সিং এবং স্নেহাশিস তালুকদার নামে দুজনের বাড়িতে চলে জোর তল্লাশি। বৃহস্পতিবার সকালেই এই সিবিআই অভিযানের কারণেই শ্যামল সিংয়ের ভবানীপুরের দুটি ফ্ল্যাট ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কয়লা মাফিয়া অনুপ মাজি ওরফে লালা ঘনিষ্ঠ এই দু'জন। সূত্রের খবর, স্নেহাশিস তালুকদার কয়লা কারবারে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করতেন। ইসিএল কর্তাদের বা সুরক্ষা বাহিনীকে মধ্যস্থতা করাতেন মোটা টাকার বিনিময়ে। এদিন সিআইএসএফ কর্তার বিশাল অট্টালিকার মত বাড়ি দেখে হতবাক সিবিআই আধিকারিকরাও।

এদিকে দুর্গাপুরের বাসিন্দা সৌরভ কুমার এবং মালদার রতুয়ার কাহালার বাসিন্দা এক প্রাক্তন সিআইএসএফ কর্তার বাড়িতেও হানা দেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়লা পাচারকাণ্ডে ইসিএলের ওই প্রাক্তন কর্মীর যোগ সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ গোয়েন্দাদের হাতে রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই এই অভিযান।

কয়লা পাচারকাণ্ডের মূলমাথা অনুপ মাঝি ওরফে লালা ঘনিষ্ঠরাও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে। 'হ্যান্ডলার' মারফত অনেকের কাছে টাকা পৌঁছত বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, কয়লা পাচারের টাকা পৌঁছনোর অন্যতম হ্যান্ডলার কালুর বার্নপুরের বাড়িতেও চালানো হয় এই অভিযান। অন্যদিকে, দুর্গাপুরের বাসিন্দা সৌরভের বাড়িতেও চলছে সিবিআই অভিযান। একাধিক সংস্থার অফিসে তদন্তকারীরা অভিযান চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। এদিকে সিবিআই সূত্রে এও খবর মিলছে, সিআইএসএফ কর্তার বাড়ির লোকজনের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি বেশ কয়েক বছর আসানসোলে ছিলেন। সেই সময় মাত্র কয়েক বছরে চমকপ্রদ উত্থান হয় তাঁর। মাঝে বেশ কয়েক বছর নিখোঁজ ছিলেন ওই সিআইএসএফ কর্তা। এরপর ফিরেও আসেন। সিবিআই সূত্রে খবর, যাদের বাড়িতে তল্লাশি চলছে তাঁরা সকলেই কয়লা পাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা 'ঘনিষ্ঠ'।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মনে করছে, লালাকে মদত জোগাতেন ইসিএলের আধিকারিকরা। তাঁরাই বিপুল টাকার বিনিময়ে অবৈধ খনি থেকে কয়লা তুলে বাইরে পাচারের কাজে সাহায্য করতেন। সেই কয়লা ভর্তি মালবাহী গাড়ি অতি সহজেই চলে যেত রাজ্যের বাইরে। আর এই গোটা প্রক্রিয়ায় যোগসাজশ ছিল সিআইএসএফ কর্তাদেরও। এদিকে এই কয়লা কাণ্ডে জড়িয়েছে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নামও। একাধিকবার জেরার মুখে পড়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একাধিকবার জেরা করা হয়েছে। অন্যদিকে, কয়লাকাণ্ডে নাম জড়িয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকেরও। তাঁকে ১২ বারের বেশি তলব করা হলেও তিনি মাত্র একবার ইডির সামনে হাজির হন। সিবিআইয়ের এই তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে আগামী দিনে এই মামলায় নতুন কারও নাম সামনে আসে কি না, সেটাই দেখার।

সংসদে গ্যাস হামলার মাস্টারমাইন্ড ললিত ঝা-র আস্তানা ছিল বড়বাজারে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসদে স্মোক ক্র্যাকার হামলার ঘটনায় অন্যতম মাস্টারমাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে ললিত ঝা-কে। বুধবার নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেঙে স্মোক বম্ব নিয়ে যাঁরা ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ললিত। ঘটনার পর ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ললিতের কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ। জানা যাচ্ছে, বছর দেড়েক আগে কলকাতাতেই থাকতেন এই ললিত ঝা। বড়বাজারের একটি গলিতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। প্রতিবেশীরা ললিতের ছবি দেখেই চিনতে পারছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, ললিত শিক্ষক পরিচয় দিয়েই থাকতেন ওই বাড়িতে। পাড়ার ছেলেদের 'টিউশন স্যার' ছিলেন তিনি।

বড়বাজারে রবীন্দ্র সরণির ২১৮ নম্বর বাড়ির নীচের তলায় একটি ঘর রয়েছে। বর্তমানে সেই ঘরের দরজায় মরচে পড়া তালা দেখা যাচ্ছে। ওপরের তলার বাসিন্দা এক ব্যক্তি জানান, ওই ঘরে থাকতেন ললিত ঝা। তবে তিনি বাড়িওয়ালার কাছ থেকে সরাসরি ভাড়া নেননি ওই ঘর। জানা যাচ্ছে, ওই বাড়ির আসল মালিক থাকেন ভিনরাজ্যে। রবি আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তি ওই ঘরের দেখাশোনা করেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেই ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন ললিত। তাই পরিচয় পত্র দিয়ে ঘর ভাড়া নেওয়ার নিয়ম মানা হয়েছে কি না, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

রবি আগরওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি সামনে আসেননি। জানা গিয়েছে, মৌখিকভাবে কথা বলেই ওই ঘরে থাকতেন ললিত। তবে বছর দেড়েক কেটে গিয়েছে ওই ঘরে যাননি ললিত।

আগেই সংসদে হামলা করার ছক ছিল!

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: ছক ছিল আগেই। বুধবার গোটা দেশ যে উদ্বেগের দৃশ্য দেখল, সেটা হয়তো দেখা যেত আগেই। সেইমতোই পরিকল্পনা করেছিলেন সংসদে গ্যাস হামলার চার চক্রী। সব ঠিক থাকলে হয়তো বাদল অধিবেশনেই এই হামলা চালানো হত, কিন্তু তাঁরা আটকে যান একটি জায়গায়।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, সংসদের ভিতরে গ্রেপ্তার হওয়া সাগর শর্মা ও ডি মনোরঞ্জন এবং সংসদের বাইরে গ্রেপ্তার হওয়া নীলম দেবী ও অমল শিন্ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, তাঁরা আগেই সংসদে হামলার ছক কষেছিলেন। সংসদের গত অধিবেশনে সভাকক্ষে ঢুকে হট্টগোল করার ছক কষেছিলেন তাঁরা। সেই পরিকল্পনাও চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত পাস জোগাড় করতে না পারায় সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। অনেক চেষ্টা করেও সেবার পাস চেষ্টা করতে পারেনি চার অভিযুক্ত।

সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় উত্তাল গোটা দেশ। বুধবার টিভির পর্দায় দৃশ্যটি দেশে শিউরে ওঠে দেশবাসী। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংসদরাও হতভম্ব হয়ে যান। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সংসদের ভিতরে ঢুকেছিলেন মাইসুরুর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সাগর শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাইসুরুরই আর এক বাসিন্দা মনোরঞ্জন ডি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের মধ্যে একজন হরিয়ানার বাসিন্দা নীলম সিং। অপরজন মহারাষ্ট্রের অমল শিন্ডে। ধৃতদের জেরার পাশাপাশি তাঁদের বাড়িতে গিয়েও তল্লাশি শুরু করে স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা আধিকারিকরা। সকলের বিরুদ্ধেই কড়া সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

২০০১ সালে সংসদে হামলার বর্ষপূর্তির দিনই এমন ঘটনায় রাতারাতি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও দ্রুতই অভিযুক্তদের আটক করেন মার্শালরা। ওই অভিযুক্তরা সংসদে প্রবেশের পাস জোগাড় করেন মাইসুরুর বিজেপি সাংসদের কাছ থেকেই। এদিকে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৮ জন নিরাপত্তা আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সংসদ ভবনে ঢোকার পথেই দায়িত্বে ছিলেন ওই ৮ জন।

শাহি ইদগাহ মসজিদে সার্ভের আর্জিতে সায় হাইকোর্টের

এলাহাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর: জ্ঞানবাপীর পর মথুরার শাহি ইদগাহ মসজিদ। কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির সংলগ্ন শাহি ইদগাহের জায়গাতেই শ্রীকৃষ্ণের আসল জন্মস্থান বলে দাবি করে অনেক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। এবার সেখানে সার্ভের আর্জিতে সাড়া দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আগামী সোমবার সার্ভের প্যানেল গঠন করবে উচ্চ আদালত।

শুনানি শেষের পর গত ১৬ নভেম্বর রায় সংরক্ষিত রেখেছিল বিচারপতি ময়াঙ্ক কুমারের নেতৃত্বাধীন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার সেই রায় ঘোষিত হল। বিচারপতি ময়াঙ্ক নির্দেশ দিয়েছেন, এক জন কোর্ট কমিশনারের পর্যবেক্ষণে সমীক্ষার কাজ করতে হবে শাহি ইদগাহের বিতর্কিত ১৩.৩৭ একর জমিতে। কোর্ট কমিশনায় নিয়োগ সংক্রান্ত শুনানি হবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর।

আধ্যাত্মিক শহর মথুরায় রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির। হিন্দুদের বিশ্বাস, ওই জায়গাটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। সেই মন্দির চত্বরেই রয়েছে শাহি ইদগাহ মসজিদ। ইতিহাসবিদদের একাংশের দাবি, প্রাচীন কেশবনাথ মন্দির ভেঙেই মসজিদটি তৈরি করেন ঔরঙ্গজেব।

১৯৩৫ সালে ওই মন্দির চত্বরের মালিকানা মথুরার রাজার হাতে সঁপে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। পর্যায়ক্রমে সেই সত্ত্ব বর্তায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঘনিষ্ঠ শ্রী কৃষ্ণভূমি ট্রাস্টের হাতে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে তৈরি হয় সংঘাত। অবশেষে ১৯৬৮ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে জমির মালিকানা হিন্দুদের হাতে থাকলেও মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকার পায় মুসলিম পক্ষ।

এই পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দুসেনার তরফে বিষ্ণু গুপ্ত নামের এক ব্যক্তি গত বছর নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হন। যার বিরোধিতা করে হাইকোর্টে যায় মুসলিম পক্ষ।

এবার উচ্চ আদালত সার্ভের পক্ষে সায় দেওয়ায় মুসলিম পক্ষ শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

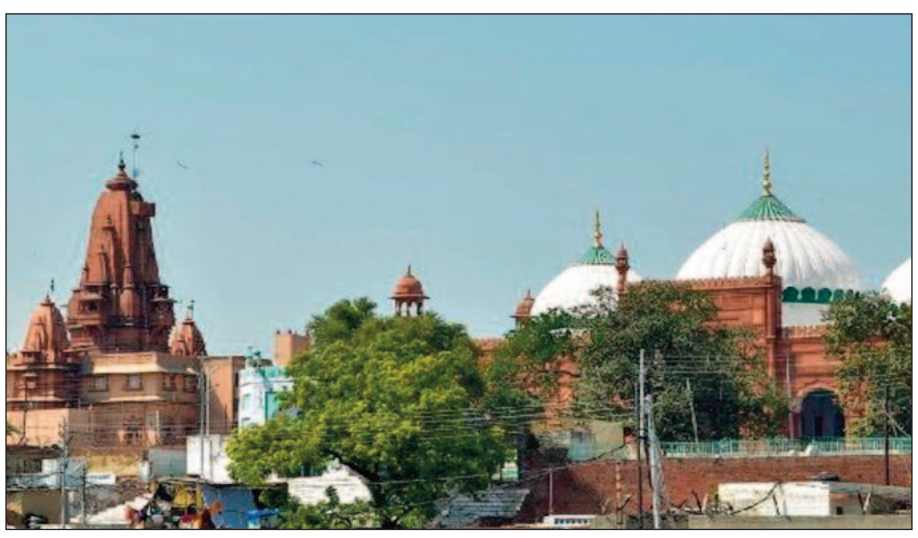

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, MD ASFAK MONDAL S/O KADAR ALI MONDAL R/O VILL – MIRPUR BAMUNARI PASCHIMPARA PS DANKUNI HOOGHLY 712250, VIDE AFFIDAVIT NO 17438 DATED 29/11/2023, IN THE COURT OF LD EXECUTIVE MAGISTRATE AT SERAMPORE COURT, I DECLARE THAT MD ASFAK MONDAL AND MD ASFAC MONDAL BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম-পদবী

২২/৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার স্বামী সৌমেন সাহা ও সৌমেন্দ্র নাথ সাহা উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। স্ত্রী সৌগতা সাহা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি রুপা সাহা ৬/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে রুপা সাহা থেকে রুপসোনা খাতুন হলাম ও আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিলাম।

নাম-পদবী

আমি কাশি নাথ মন্ডল প্রভিডেন্ট ফান্ড এ্যাকাউন্টে আমার নাম প্রসেনজিৎ মন্ডল আছে ১১/৮/২৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে কাশিনাথ মন্ডল ও প্রসেনজিৎ মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম কাশিনাথ মন্ডল।

নাম-পদবী

৩০/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে আমি Manoj Sekh, Manoj Sk এবং আমার পিতা Jhantu Sekh ও Md. Jhantu Sk দুজনেই একই ব্যক্তি। আমার পিতা বর্তমানে মৃত।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ ই ডিসেম্বর। ২৮ শে অগ্রহায়ণ। তৃতীয়া তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ শুক্রবার । যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ কর্মরত আছেন, যারা টেকনিক্যাল কর্মী, তাদের শুভ সৌভাগ্য। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদেরও শুভ সৌভাগ্য ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ । বিদ্যালয় এর ব্যাপারে সাময়িক যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। মহাদেবী শ্রীদুর্গার নাম করুন সর্ব শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি :বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি ।কিন্তু তিনজন ছলনাময়ী নারী এবং পুরুষের থেকে সতর্ক থাকা উচিত। আজ কোন প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হতে পারে। বাড়ির প্রবীন নাগরিকের দ্বারা, তার বুদ্ধির দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে মামাতো ভাই বা বোনের দ্বারা উপকৃত হবেন। শত্রু র চক্রান্ত হবে, যদিও তারা সফল হতে পারবে না ।সতর্ক থাকা শুভ বাণিজ্যে শুভ। অর্থ লাভ ।১০৮ বিল্লপত্র দেবদেব মহাদেবের চরণে দিলে শুভ নিশ্চিত।

মিথুন রাশি :পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের শরীর অসুস্থতার কারণে যে ব্যাধি যোগ ছিল, তা ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হবে। দাম্পত্য শান্তির বাতাবরণ পরিবারে স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ,বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন তাদের সৌভাগ্য প্রাপ্তি। প্রতিদিন ২১ টি তুলসীপত্র ভগবান বিষ্ণুর চরণে দিন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ। স্ত্রীর বুদ্ধিতে, পরিবারে কোনো প্রবীণ সদস্যের বুদ্ধিতে, সমস্যার জট খুলবে। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল, তা মিটে যাওয়ার পথে। যানবাহন কেনার জন্য একটু ধৈর্য ধরুন। শুভ হবে, যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টটেটিভ তাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, বাণিজ্য স্থিরতা আসবে মহাকালী মন্দিরে ১০৮ রক্ত জবা প্রদানে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বাস্তু জমি ফ্ল্যাট ঘরবাড়ি বিষয়ে পরিবারে কনিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা, বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে, মন অস্থির হয়ে উঠবে। যারা হোটেল রেস্টুরেন্ট এর ব্যবসা করেন তারা সতর্ক থাকবেন। কোন প্রভাবশালী মানুষ আপনার পরিবারের পারিবারিক বন্ধু হওয়ার সত্ত্বেও, আপনার বিপদের সাথ দেবে না। ভগবান গণেশের সামনে আপনার নাম গোত্র বলে ঘি এর প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে আনন্দের বাতাবরণ, ছোট ভ্রমণে সুখ বৃদ্ধি হবে, পরিবারে প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। যে বান্ধবকে একসময় আপনি উপকার করেছিলেন আজ তিনি আপনার উপকার করবেন। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কম হবে বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের। নিজের নাম গোত্র বলে ঘি এর প্রদীপ জ্বালুন বাবা ভোলেনাথ বিশ্বনাথের সামনে।

তুলা রাশি :আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো গ্রহ সংস্থান শুভ নয়। পুরাতন বান্ধবী দ্বারা বিতর্ক। নতুন বান্ধব যাকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। কনিষ্ঠ কন্যার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। আজ বাণিজ্যে নতুন পথের যোগাযোগের কথা ছিল তা বাধা পড়বে, যারা অধ্যাপনা করেন তাদের আজ সতর্ক থাকা উচিত। মহাকালী মন্দিরে রক্ত জবা প্রদান করুন নিজের নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি :আজ শুক্রবার । আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি ।তৃতীয় ব্যক্তির জন্য শান্তির বাতাবরণ ।ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল কাজ কর্মের মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের শুভ সৌভাগ্যবৃদ্ধি। দাম্পত্য বিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তারা আজ একটু এগিয়ে থাকবেন। সন্তানের জন্য মন কষ্ট মন দুঃখ বৃদ্ধি হবে ।কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ ।সতর্ক থাকুন ছলনাময়ী নারীর থেকে ।মহাকালি মন্ত্র।

ধনু রাশি : যারা লেখালেখি করেন শিল্পকলার মধ্যে আছেন, স্পষ্ট রুঢ় কথা বলার জন্য আজ সম্মানিত হবেন। সৎপথে সদ্ভাবে থাকার কারণে আপনি প্রশংসিত হবেন। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত একটু ধৈর্য ধরে কাজ করলে সম্মান বৃদ্ধি হবে, শিবলিঙ্গের সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালুন নিজের নাম গোত্র বলে। শুভ হবে।

মকর রাশি :শুভ দিন। ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা সন্তানের বিবাহের জন্য চিন্তিত আজ কোন শুভ খবরের সম্ভাবনা। রেল বা বিমান যোগে, যে দূর ভ্রমণের কথা ছিল তা বাস্তবায়িত হবে। পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি শান্তির বাতাবরণ। বাবা বিশ্বনাথের সামনে শিবলিঙ্গের সামনে প্রদীপ জ্বেলে, নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে ।

কুম্ভ রাশি : আজ শুক্রবার। চঞ্চলতা এবং ধৈর্য হানির কারণে অশুভ গ্রহ যোগ। ছোট বিবাদকে নিয়ে বড় আকার ধারণ করতে পারে। পারিবারিক দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে অশান্তির কালো মেঘ। কনিষ্ঠ কন্যা বা কনিষ্ঠ পুত্রের কারণে দুশ্চিন্ত বৃদ্ধি। মহাকালের নিমিত্তে শিব পুরান পাঠে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি :আজ ১৫ ই ডিসেম্বর শুক্রবার । শুভদিন ।বাণিজ্যে অর্থ লাভ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন , তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মামার বাড়ি বা খুরতুতো কোনো সম্পর্কের দ্বারা আয় উন্নতি। প্রতিবেশীর দ্বারা কোনো সংবাদ আপনাকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে। সতর্ক থাকুন শুধু ছলনাময়ী নারী থেকে। শিবলিঙ্গ এর সামনে সরিষার তৈলের প্রদীপ জ্বেলে নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

(আজ কলযুগদেব কল্কি অবতার আবির্ভাব তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 12/12/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 03 নং এফিডেভিট বলে Manoj Kumar Jha S/o. Narayan Jha ও Monoj Kumar Jha S/o. Lt. N. Jha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 13/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18182 নং এফিডেভিট বলে Smarajit Kundu S/o. Apurbaprasad Kundu ও Samarajit Kundu S/o. A. P. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 16/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 07 নং এফিডেভিট বলে আমি Malay Seth ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Joy Gopal Seth ও J. Seth সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 05/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17836 নং এফিডেভিট বলে আমি Arunangsu Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Adhir Chandra Das ও A. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 13/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18187 নং এফিডেভিট বলে Gobinda Chatterjee S/o. Nishi Kanta Chatterjee ও Gobinda Chattapadhyay S/o. N. Chattapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/12/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 8078 নং এফিডেভিট বলে Debasis Kumar Rakshit & Debasis Rakshit ও আমার পিতা Purnendu Kumar Rakshit & P. Rakshit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 12/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18124 নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Das S/o. Gobinda Chandra Das ও Tapan Das S/o. G. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 13/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18186 নং এফিডেভিট বলে Goutam Bit S/o. Golak Chandra Bit ও Goutam Ch Bit S/o. G. Ch. Bit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 14/12/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3752 নং এফিডেভিট বলে Basu Baul Das ও Basudeb Bouldas S/o. Pashupati Baul Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 08/12/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 1831 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Samim S/o. Sk Najer Ali (old name) at Beta, Sinhet, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Samim Ali S/o. Sk Nazer Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Samim S/o. Sk Najer Ali & Sk Samim Ali S/o. Sk Nazer Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E28/KGP-I/2023-24, E29/KGP- I/2023-24. Dated - 14.12.2023,** Last date of submission **28.12.2023 up to 17.00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

নাম -পদবী

গত 08/12/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 1830 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Najir Ali (old name) S/o. Sk Hannan Ali at Beta, Sinhet, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Nazer Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Najir Ali & Sk Nazer Ali & Sk Najer Ali S/o. Sk Hannan Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Samim Ali & Aleya Begam আমার স্ত্রী ।

নাম -পদবী

গত 08/12/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 6766 নং এফিডেভিট বলে আমি Kumkum Dutta of Purasree, Chandannagar, Hooghly, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kumkum Chanda Dasgupta W/o. Subhabrata Dasgupta নামে পরিচিত হইয়াছি। Kumkum Chanda Dasgupta & Kumkum Dutta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট স্যুট নং ১৩৮/২০২২

দরখাস্তকারীঃ শ্রীমতি সুকন্যা গুঁই
-বনাম-
রেসপনডেন্টঃ শ্রী নির্মল হালদার,
বরাবর ঃ শ্রী নির্মল হালদার, মাতা- রাখি হালদার, সাং-৭৫, পুরুশ্চরণমাঠ, দক্ষিণচড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী শ্রীমতি সুকন্যা গুঁই (হালদার), স্বামী- শ্রী নির্মল হালদার, প্রযত্নে- পিতা- মদন গুঁই, সাং- বেগুনিয়া পাড়া লেন, ব্যাদড়াপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট এর ২৫ ধারা মতে এক বিবাহ রদ রহিদ ও বাতিলের প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। আপনার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য ইংরাজী তারিখে আমার স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ২৬/০৯/২৩

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর সিভিল জজ ডিভিশান ১নং আদালত
Title Suit No. 100/2015

শ্রী লোটন গায়েন দীং ...বাদীগন
-বনাম-
হরেকৃষ্ণ গায়েন দীং ...বিবাদীগন
শ্রীমতী সরস্বতী দীন্ডা, স্বামী- দীপক দীন্ডা, সাং- খন্ডরুই, পোঃ- তুরকা গড়, থানা-দাঁতন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর

এতদ্বারা আপনাকে অত্র বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো যায় যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় আপনার মাতা সন্ধ্যারানী মান্না ৪নং বিবাদিনী স্বরূপে পক্ষ ছিলেন। তাঁহার অন্তে আপনি কন্যা বিধায় আপনাকে ৪(গ) নং বিবাদিনী স্বরূপে পক্ষ করা হইয়াছে। অত্র মোকর্দ্দমায় সমন জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো যায় যে অত্র মোকর্দ্দমার দিন ইং ২৫/০১/২৪ তারিখে ধার্য্য আছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন এবং যে কোন উকিলবাবুকে নিয়োগ করিয়া আপনার লিখিত বক্তব্য দাখিল করিবেন। অন্যথায় ধার্য্য দিনে শুনানী ও নিস্পত্তি হইবে ।

(ক) তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- দাঁতন, মৌজা- দক্ষিন আড়বনা, জে.এল.নং- ১৫১, খতিয়ান নং- ২৭৫, দাগ নং- ৯৮৭, বাস্ত/বাগান ৭১/২, ডেঃ মধ্যে ১৫ ডেঃ মধ্যে ৭০ ডেঃ

(খ) তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- দাঁতন, মৌজা- দক্ষিন আড়বনা, জে.এল নং- ১৫১, খতিয়ান নং ২৭৫, দাগ নং- ৯৮৭, পুঃ পতিত ৭১/২, ডেঃ মধ্যে ২৫ ডেঃ মধ্যে ৭০ ডেঃ

অনুমত্যানুসারে
অয়ন চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশান
১নং আদালত
১২-১১-২০২৩

E-Tender

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 032/CFC UNTIED 2023-24,** Last date of submission **27.12.2023 up to 9.30 a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

E-Tender

e-Tender invited by the Prodhan Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia. **NIT No: Chakdignagar- 15/ 2023-24 Dated: 13/12/2023 (Sl. No-1)** 5th SFC Tied Fund Memo No: 591/Chak dated: **13/12/2023.**
Bid submission closing date: **27/12/2023 up to 2 PM.** Technical Bid open: **29/12/2023 after 2 PM.**
For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat, Nadia.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা
মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এক্ট ৩৯ অফ ১৯২৫ মিস কেস
নং : ৩৫৪/২০২২ (সাকসেশান)

শ্রী গৌতম ব্যানার্জী পিতা মৃত ত্রিদিব নাথ ব্যানার্জী ওরফে ত্রিদিব নাথ ব্যানার্জিয়া সাকিন - ফ্ল্যাট নং ৫বি, উমা এপার্টমেন্ট, ১৭, রামলাল দে স্ট্রীট, পোষ্ট ও থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা ৭০০ ০২৮, পশ্চিমবঙ্গ।............... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরিউক্ত আদালতে মৃত ত্রিদিব নাথ ব্যানার্জী ওরফে ত্রিদিব নাথ ব্যানার্জিয়া, পিতা দ্বিজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী দ্বারা ত্যক্ত সম্পত্তির সাকসেশান পাইবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উক্ত নম্বর মামলা দায়ের করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও যদি কোনো আপত্তি থাকে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ লিখিত আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় মামলাটি আইনামলে আসিবে।তপশীল ১) এইচ ডি এফ সি লিমিটেডের শেয়ার সার্টিফিকেট যাহার ফোলিও নং টি ০০২৫৩৩০, ডিস্টিংক্টিভ নং ২২২৩১৫২১ - ২২২৩৩০২০, সার্টিফিকেট নং ১৫৭১২, ত্যক্ত টাকার পরিমাণ ৩৩,৬০,০০০/- টাকা।

অনুমত্যানুসারে
স্বা : (সেরেস্তাদার)
ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মধ্যপ্রদেশে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞায় এবার মাছ-মাংস-ডিম

ভোপাল, ১৪ ডিসেম্বর: শুধু প্রকাশ্য স্থানে মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞাই নয়, খোলাবাজারে মাছ-মাংস-ডিম বিক্রির উপরেও বিধিনিষেধ বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিল মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছেন, 'ভারত সরকার যে 'খাদ্য নিরাপত্তা বিধি' চালুর সিদ্ধান্ত নিয়ে খোলাবাজারে মাছ, মাংস বিক্রির উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করার কথা বলেছে, আমরা তা কঠোর ভাবে অনুসরণ করব।'

শিবরাজ সিং চৌহানের উত্তরসূরি মোহন বুধবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন। তাঁর সঙ্গেই শপথগ্রহণ করেন দুই উপমুখ্যমন্ত্রী, জগদীশ দেবড়া এবং রাজেন্দ্র শুক্লা। এর পর মন্ত্রিসভার সংক্ষিপ্ত বৈঠকে প্রকাশ্য জায়গা এবং ধর্মস্থানে মাইক এবং লাউডস্পিকার ব্যবহারে বিধিনিষেধ জারির সিদ্ধান্ত হয়। সেই সঙ্গে স্থির হয় প্রকাশ্যে আমিষ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারির।

সাংবাদিক বৈঠকে মোহন বলেন, 'রাজ্যের খাদ্য দপ্তর, পুলিশ, পুরসভাগুলিতে এই বিধিনিষেধ মানা হচ্ছে কি না, তার উপর নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকাশ্যে মাছ-মাংস বিক্রি বন্ধ করার জন্য আগামী ১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ প্রচার কর্মসূচি চালাতে।' বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, বিশেষ জনগোষ্ঠীকে নিশানা করেই আমিষের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবতে সক্রিয় হয়েছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। প্রসঙ্গত, রাজস্থানেও বিজেপি বিধানসভা ভোটে জেতার পরেই দলের এক সদ্যনির্বাচিত বিধায়ক মাংসের দোকান এবং কসাইখানা বন্ধ করতে রাস্তায় নেমেছিলেন।

বিহারে ৮৭০০ কোটি বিনিয়োগ আদানির

চাকরি হবে ১০ হাজার

পাটনা, ১৪ ডিসেম্বর: বড় বিনিয়োগ করতে চলেছে আদানি গ্রুপ। বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই বিনিয়োগ কাজে লাগবে সার্বিক উন্নতির। একাধিক সেক্টরে মোট ৮৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বিশ্বের প্রথম সারির ধনী ব্যক্তির সংস্থা। বিহারের জন্য এই বিনিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছে আদানিদের তরফে। আদানি এন্টারপ্রাইজের ডিরেক্টর প্রণব আদানি বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেছেন। এর জেরে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ১০ হাজার জনের চাকরি হওয়ার আশাও দেখিয়েছেন তিনি।

বিহারে চলছে বিজনেস সামিট। নীতীশ কুমারের সরকার আয়োজন করেছে বিহার বিজনেস কানেক্ট ২০২৩। সেখানে আদানি এন্টারপ্রাইজের চেয়ারম্যান এই বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থানের আশাও জাগিয়েছেন। বিহারকে এখন বিনিয়োগের আকর্ষণীয় জায়গা বলেও মনে করছে আদানি গ্রুপ। এ নিয়ে তিনি বলেছেন, 'পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সামাজিক সংস্কার, আইন পরিস্থিতি, শিক্ষা, মহিলা ক্ষমতায়নে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে।' এর আগে আদানি গোষ্ঠী বিহারে গ্যাস সরবরাহ ক্ষেত্রে ৮৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করেছে বলেও জানিয়েছেন ডিরেক্টর। সেই বিনিয়োগের পরিমাণই বাড়ানোর কথা এদিন শুনিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। বিহারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা ভেবেছে আদানি গোষ্ঠী। খাদ্য-পানীয় প্রস্তুতকারী সেক্টরের পাশাপাশি কারখানাও গড়বে আদানি। সিমেন্ট তৈরির কারখানাতেই প্রায় ৩ হাজার জনের কর্ম সংস্থান হবে বলে জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে আদানি গোষ্ঠীর ডিরেক্টরের কথায়। বিহারে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরির জন্য নীতিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে আদানি গোষ্ঠী।

ঝুঁকি নিয়ে বেলুড়ে রেললাইন পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃষ্টি হলে আন্ডার পাস চলে যায় জলের তলায়। তখন রেললাইন দিয়ে পারাপারই সহজতর হয়ে ওঠে। তবে এ সমস্যা বর্ষার মরসুমে হলেও, গরম থেকে শীত শর্টকার্ট-এ যেতে রেললাইন টপকানোকেই সহজ উপায় হিসেবে নিয়ে ফেলেছেন হাওড়া জেলার বেলুড় রেলস্টেশনের যাত্রীরা। বিপদ ঘটছে। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপই বা কার আছে! বৃহস্পতিবার বেলুড় স্টেশনে গিয়ে পরিচিত সেই ছবিটাই আরও একবার ধরা দিল। বেলুড় স্টেশনের দুটি আপ ও ডাউন লাইনে আন্ডারপাস, ফুট ওভার ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় ব্যস্ত ট্রেন চলাচলের মধ্যেই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমেই লাইন পারাপার করছেন যাত্রীরা। পাশপাশি স্টেশনের চিত্র দেখলে আতঙ্কে ভুগতে হবে মানুষকে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে মায়েরা সকলকেই দেখা যায় লাইন পারাপার করতে। এ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৯০ জন মারা যায় ট্রেন দুর্ঘটনায়। সরকারের কাছে আবেদন করা সত্ত্বেও কোনরকম পদক্ষেপ এখনো পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ নিতে পারেনি। আন্ডার পাসের অবস্থা এতটাই খারাপ যে সামান্য বৃষ্টি হলে এক হাঁটু জল হয়ে যায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, সাধারণ মানুষও হেঁটে যেতে পারে না। তাই অনেকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই রেললাইন টপকে যাতায়াত করেন। ১৯৬২ সাল থেকে দীর্ঘ ৬১ বছর ধরে চলে আসার সমস্যা এখনো পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ সমাধান করতে পারেনি। আন্ডারপাস দিয়ে হাঁটা যায় না আর ওভার ব্রিজ চড়া যায় না তাই বাধ্য হয়ে এই রেললাইনের উপর দিয়ে এই যাওয়াটা সবথেকে সোজা উপায়। মৃত্যু ঝুঁকি হাতে নিয়েও তারা এই ভাবেই যাতায়াত করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বেলুড় অঞ্চলের মানুষজন। বিনোদ কুমার নামের এক রেল যাত্রী বলেন, 'ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার একটু আগে ঘোষণা হয় কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে। এতে যাত্রীদের অসুবিধা হয়। আবার কখনো জল জমে থাকার কারণে যাত্রী চলাচল করতে অসুবিধা হয়। বয়স্ক যাত্রীদের পায়ের সমস্যার কারণে ওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে পারে না। তাই লাইন পর করেই যাতায়াত করতে হয়। এই সমস্যা বহু বছর ধরেই চলে আসছে যার কোনো সমাধান নেই।' স্থানীয় বাসিন্দা নিখিল কুমার বিশ্বাস বলেন, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাইন পর করছি কথাটা সত্যি। যদিও আমার যা বয়স তাতে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে কষ্ট হয়। আর আন্ডারপাসে জল জমে থাকে তাই চলাচল করা সম্ভব নয়। অগত্যা দেখে শুনে লাইন পার করে প্ল্যাটফর্মে উঠি। এখানে লেভেল ক্রসিং চালু হলে সুবিধা হবে বলেই মনে হয়।' যদিও এভাবে লাইন পার করাকে ভালো চোখে দেখছেন না অনেক যাত্রী। প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রী অনামিকা কর্মকার বলেন, ' আমি এভাবে লাইন পার করে আসাটাকে ঝুঁকি বলেই মনে করি। এটা করা উচিত নয়। এতে যে কোনো সময়ে বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

টেট উপলক্ষে বিশেষ পরিষেবা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ২৪ ডিসেম্বর নেওয়া হবে টেট। আর এই পরীক্ষা উপলক্ষে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে মেট্রো রেল। রবিবার হলেও ব্লু লাইনে সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। ওই নির্দিষ্ট দিনে এই করিডরের পুরো অংশে ১৩০টি মেট্রো চালানোর পরিবর্তে ২৩৪টি মেট্রো চালানো হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। যার মধ্যে ১১৭টি চলবে আপ লাইনে এবং ১১৭টি চলবে ডাউন লাইনে। ২৪ ডিসেম্বর মেট্রোর প্রথম সার্ভিস। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে- কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (সকাল ৯টার পরিবর্তে)। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে- দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (সকাল ৯টার পরিবর্তে)। সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে- দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (সকাল ৯টার পরিবর্তে)। সকাল ৭টায়- দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (সকাল ৯টার পরিবর্তে)। শেষ সার্ভিসের সময় অপরিবর্তিত থাকছে।

আতপুর সেক্টর অফিসে বামেদের প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্মার্ট মিটার ও জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিল, লোডশেডিংয়ের হার কমানো-সহ নয় দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আতপুর সেক্টর অফিসের সামনে প্রতিবাদ সভা করলো সিপিআইএমের শ্যামনগর এরিয়া কমিটি। প্রতিবাদ সভা শেষে তারা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত প্রতিবাদ সভায় এদিন হাজির ছিলেন সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়, সিটুর জেলা কমিটির সদস্য অভি কর, সিপিআইএমের শ্যামনগর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সোমনাথ সরকার-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যে স্মার্ট প্রিপেড মিটার চালু করা যাবে না। স্মার্ট মিটার চালু হলে সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ ব্যবহার করার অধিকার লঙ্ঘিত হবে। জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিল করতে হবে। লোডশেডিংয়ের হার কমাতে হবে। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা যাবে না।' গার্গীর দাবি, দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তারা আন্দোলন জারি রাখবেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার

৩০ হাজারে নাতনিকে বিক্রি করলেন দাদু! আনন্দপুরে সক্রিয় শিশুপাচার চক্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মায়ের কোল থেকে চুরি মাত্র ২৮ দিনের কন্যাসন্তান! সদ্যোজাতকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তার দাদুর বিরুদ্ধেই। ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে ওই শিশু সন্তানকে বিক্রি করা হয়েছে বলে জেরায় জানতে পেরেছে পুলিশ। ঘটনাটি আনন্দপুর এলাকার। ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শিশুটির দাদু ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছাড়াও ধৃতদের মধ্যে তিন জন মিডলম্যান বা দালাল!

বুধবার রাতে আনন্দপুর থানায় এসে এক তরুণী অভিযোগ করেন, যে তাঁর ২৮ দিনের মেয়েকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়। তারপরই তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ ওই শিশুর খোঁজ শুরু করে। সেইসঙ্গে শিশুর বাড়ির লোকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সেই সময় ওই শিশু-কন্যার দাদুর কথায় অসঙ্গতি লক্ষ করে পুলিশ। বুঝতে পারে, শিশুটিকে কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আর এই ব্যাপারে জড়িত অভিযোগকারিণীর বাবা ও সৎ মা। শেষ পর্যন্ত পুলিশি জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তারা। পুলিশের কাছে সবটা স্বীকার করেন।

জানা যায়, মাত্র ৩০ হাজার টাকায় নিজের নাতনিকে বিক্রি করে দিয়েছেন দাদু চুন্নু দাস ও সৎ দিদিমা অলকা সর্দার। ওই এলাকারই বাসিন্দা শিখা মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণিমা মণ্ডল শিশু পাচার চক্রে জড়িত। টাকার বিনিময়ে তাঁরাই নিঃসন্তান দম্পতিদের হাতে তুলে দিতেন সদ্যোজাতদের। এক্ষেত্রে তাঁরাই ফাঁদ পেতেছিলেন। টাকার বিনিময়ে ২৮ দিনের শিশুকন্যাকে এই দুই মহিলাই নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা চৈতালি চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেন। বুধবার অভিযোগ দায়ের হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই চৈতালির বাড়ি থেকে সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে আনন্দপুর থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় শিশুর দাদু, সৎ দিদিমা-সহ ৫ জনকেই।

এর আগেও আনন্দপুর থানা এলাকায় শিশু পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। গত ১ অগস্ট ২২ দিনের শিশুকন্যার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় মা-সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তদন্তে জানা গিয়েছিল, পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা নিঃসন্তান দম্পতি কলকাতার একটি আইভিএফ সেন্টারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ওই সেন্টারের এক মহিলা কর্মী তাঁদের বলেন, ৪-সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা খরচ করলেই তাঁরা সন্তান পেতে পারেন। তবে, সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে হবে।

সিসিটিভির বদলে সিআইএসএফ থাকলে সমস্যা কী! বিরোধিতা ইডির

নজরদারি শিথিল করার আবেদন জ্যোতিপ্রিয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জেলবন্দি থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ায় জ্যোতিপ্রিয়কে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম-এ। সেখানে সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে রয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করাতেও ইডি কড়াকড়ি করছে এমন অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে নজরদারি শিথিল করার আবেদন করেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। তার প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার শুনানিতে এই আবেদনের কঠোর বিরোধিতা করল ইডি।

বর্তমানে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ও রেশন কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসা চলছে এসএসকেএম-এ। সেখানে সর্বক্ষণ সিসিটিভি নজরদারি চালানোর ব্যবস্থা করেছে ইডি। সেই নজরদারিতে আপত্তি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন জ্যোতিপ্রিয়। কারণ, তাঁর দাবি, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না তিনি।

বৃহস্পতিবারের শুনানিতে, আদালতে ইডি-র আইনজীবী জানান, 'এসএসকেএম-কে বিশ্বাস করি না।' মেডিক্যাল রিপোর্টও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ জানায় ইডি। ইডির আইনজীবীর তরফে বলা হয়,জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তদন্তে অসহযোগিতা করছেন। সে কারণেই সিসিটিভি নজরদারি সরানোর তীব্র বিরোধিতার করা জানান তিনি।

তবে, এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ইডি-র কাছে জানতে চান, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকলে কি সিসিটিভি প্রয়োজন তা নিয়ে জানতে চান বিচারপতি। সঙ্গে এও জানতে চান, সিআরপিএফ-কে ইডি বিশ্বাস করে কি না তা নিয়েও। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মন্তব্য, 'প্রয়োজনীয় সিআইএসএফ জওয়ান সংখ্যা বলুক ইডি, আদালত তাই মোতায়েন করতে চায় এসএসকেএমে জ্যোতিপ্রিয়র নজরদারিতে।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আজ, শুক্রবার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সিসিটিভি-র বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যায় কি না, তা দেখতে বলেন বিচারপতি। বিচারপতি পরামর্শ দেন, বাহিনীর নজরদারি থাকলেও রেজিস্টার থাকবে। সবাইকে দেখা করতে দেওয়া হবে না। কারা দেখা করছেন সেটা রেজিস্টারে থাকবে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় জানান, যাঁরা অসুস্থ তাঁদের জন্য জেলের নিজস্ব আইন আছে। কারা দেখা করতে পারবেন সেখানে বলা আছে। সেটা এখানেও মানা হোক।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই রেশন দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট পেশ করেছে ইডি, যাতে জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় জ্যোতিপ্রিয়কে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। পরে রক্তচাপ অনেকটা কমে যাওয়ায় আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয় তাঁকে। তারপর থেকে এসএসকেএমেই রয়েছেন তিনি। কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে অভিযুক্ত মন্ত্রীর জন্য।

লাইনে সমস্যা, প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ ছিল দমদম-দক্ষিণেশ্বরের মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের মেট্রো পরিষেবা নিয়ে বিভ্রাট। বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই দমদম থেকে দক্ষিনেশ্বরের মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর লাইনে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে দমদম থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত মেট্রো চালু করা গিয়েছিল। ৭টা ১১ মিনিটে চালু হয়েছে নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা। দীর্ঘ ক্ষণ ওই লাইনে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছিল।

মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, নোয়াপাড়া ও বরানগরের মাঝখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে। মেট্রোর থার্ড লাইনে এ দিন দুপুর ২.০৫ মিনিট নাগাদ সেই সমস্যা চোখে পড়ে। সেটা সারানোর জন্যই দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করতে হয়েছে। মেট্রো সূত্রে খবর, মেট্রো লাইনে কোনও ফরেন পার্টিকেল বা বাইরের জিনিস এসে পড়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে দ্রুত সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ করা হচ্ছে। তবে দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

যদিও সপ্তাহের কর্মব্যস্ত দিনে দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। বিশেষত দক্ষিণেশ্বরে আসতে গিয়ে সল্টলেক থেকে অফিস ফেরতা লোকজনের প্রচণ্ড সমস্যা হয়।

আদালতে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে জমা দিল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর একদিকে যেমন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, অন্যদিকে জমা দিতে বলা হয়েছিল নথিও। কিন্তু সেই নথিতে কী পাওয়া গেল বা সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ কি খতিয়ে দেখেছে ইডি, হাইকোর্টে এমনই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে। এবার সেই বিষয় সহ সার্বিক তদন্তের রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিল ইডি। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে জমা পড়েছে সেই রিপোর্ট। প্রসঙ্গত, মাস খানেক আগে ইডি-র অফিসে গিয়ে ৫ হাজার পাতার নথি জমা দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, জানা গিয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট এদিন পেশ করেছে ইডি। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সিনহা জানিয়েছেন, রিপোর্ট খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে।

আগামী ২০ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ওই দিন সিবিআই-ও এই মামলায় রিপোর্ট পেশ করবে বলেও জানা যাচ্ছে আদালত সূত্রে। প্রসঙ্গত, গত ১২ ডিসেম্বর শুনানিতে অভিষেকের নথি সংক্রান্ত প্রশ্ন করেছিলেন বিচারপতি। নথিতে কী আছে, সম্পত্তি পরিমাণ কত বা আয়ের উৎস কী এই সব খতিয়ে দেখার কথা বলেছিলেন তিনি। বিচারপতির প্রশ্ন ছিল, ২০১৪ সাল থেকে সম্পত্তি এত বাড়ল কীভাবে তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে ৫ হাজার পাতার নথি পুরোটা খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি বলে উল্লেখ করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা।

নামীদামি সংস্থার ভিড়ে 'ব্যাকফুটে' ভুটানি বাজারের বিকিকিনি

শুভাশিস বিশ্বাস

বিশ্ব উষ্ণায়নের চাপে এমনিতেই শীতের পরিসর কমতে বসেছে। তবে তারই মধ্যে যেটুকু পাওয়া যায়, তা চেটেপুটে নিতে তৈরি থাকে মহানগর। শীতের স্থায়িত্ব কলকাতায় বড়ই কম। মেরে কেটে দু মাস।

প্রতি বছরই এই মরসুমে রকমারি শীতের পোশাকের সম্ভার নিয়ে হাজির হন ভুটিয়ারা। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। রকমারি শীতের পোশাকে সেজেছে ভুটিয়া মার্কেট সেই নভেম্বর থেকেই। সড়কের ফুটপাতের ধারে অস্থায়ী স্টল সাজিয়ে বসেছেন নেপালি, ভুটানি-সহ ভারতের হিমাচলপ্রদেশ, কাশ্মীরের মতো একাধিক শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে আসা ব্যবসায়ীরা। আর এই ওয়েলিংটন পার্কের ভুটিয়াদের অস্থায়ী গরম জামার দোকানের টানে ছুটে আসেন কলকাতা আর আশপাশের বাসিন্দারাও। এই বাজারটাকে সকলেই চেনেন ভুটিয়া মার্কেট নামেই। অতীতে কলকাতায় শীতবস্ত্রের বিশাল সম্ভার নিয়ে আসতো উত্তরবঙ্গের ভুটিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। তারাই অস্থায়ী স্টল বসিয়ে কাপড় বিক্রি করতেন। তবে পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসে এখানে বহু বিক্রেতা ডেরা বাঁধেন। তাঁরাও ভুটিয়া হিসেবেই পরিচিতি পান।

এই ভুটিয়া মার্কেটের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অন্যান্য সামগ্রীর দোকানিরা জানান, এই বাজারের কারণে তাদেরও আয়-রোজগার বাড়ে। এতে স্থানীয় দোকানিদের কোনো সমস্যা হয় না।

ভুটিয়া মার্কেটে শীতের পোশাক মেলে তুলনায় কম দামেই। ফলে শীতের আগে পা রাখাই মুস্কিল হতো এই ভুটিয়া মার্কেটে। বছর কয়েক আগেও ভুটিয়া বাজারে গেলে ভিড়ের চাপে পা ফেলা যেত না। হই-হট্টগোল আর ধাক্কাধাক্কিতে একটা শীতকালীন উৎসবের আবহ তৈরি হত যেন এই ওয়েলিংটনের ভুটানি বাজারে। তবে ক্রমশ ভুটিয়া বাজারের জৌলুস হারাচ্ছে। এ বছর সেখানে গিয়ে দেখা গেল, কার্যত মাছি তাড়াচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হয়ে গেলেও দোকানগুলিতে ভিড় নেই ক্রেতাদের।

এর কারণ কী শুধু শীতের খামখেয়ালিপনা তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তবে ভুটিয়া বাজারের বিক্রেতাদের ধারণা, কলকাতায় শীতের মেয়াদ ক্রমশ কমে আসছে। বছর কয়েক আগেও নভেম্বর থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত ভাল কেনাবেচা হওয়ায় ব্যবসা জমে উঠত। এখন ডিসেম্বর মাস চলে এলেও বেচাকেনায় বেশ ভাটা। সারা দিনে ক্রেতার সংখ্যাও হাতে গোনা। তার মধ্যে আবার কেউ কেউ শীতপোশাক হাতে নিয়ে দেখেশুনে দরদাম করেই চলে যাচ্ছেন। ফলে সব মিলিয়ে চিন্তার ভাঁজ ব্যবসায়ীদের কপালে।

এই প্রসঙ্গে বিক্রেতারা জানান, মোটা শীতপোশাক কিনতে চাইছেন না বেশির ভাগ ক্রেতাই। সকলেই হালকা আর শৌখিন পোশাকের খোঁজ করছেন।

শীতের চরিত্র বদলানর সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে মানুষের পছন্দ-অপছন্দেও। বদলেছে রুচি। অনলাইন কেনাকাটার যুগে দোকানে যাওয়ার ঝোঁক অনেকটাই কমেছে। ব্যস্ত জীবনে পাঁচটা দোকান ঘুরে কেনাকাটি করার সময়ই বা কোথায়। ফলে সময় এবং শ্রম, দুই-ই বাঁচাতে অনলাইনই এখন ভরসা।

শুধু তাই নয়, বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, এখন আসলে সকলেই ব্র্যান্ডেড পরতেই ভালবাসেন। ভাল দামি পোশাক প্রচুর মেলে এই বাজারে। কিন্তু সেগুলির চাহিদা নেই। সকলেই দোকানে এসে মাঝারি দামের পোশাকেরই খোঁজ করেন। দাম শুনেই চলে যাচ্ছেন। কিন্তু গুণগত মান, সুতো দিয়ে করা কারুকাজ দাম পাচ্ছে না। সঙ্গে দামও একটা ফ্যাক্টর। কারণ এই বাজারের প্রতিটি দোকানে পোশাকের দাম বাঁধা। খুব সস্তার জিনিস এই বাজারে মেলে না। কারণ যে জিনিস এখানে মেলে তা অনেক বছর পর্যন্ত ভাল ভাবে ব্যবহার করা যায়।

এদিকে আবার ধর্মতলা চত্বরে অনেক কম দামে ঢেলে বিক্রি হয় শীতের পোশাক। তা ছাড়া শপিং মলগুলিতে চলছে 'উইন্টার সেল'। অনলাইন পোশাক বিপণিগুলিও এই সময় শীতের পোশাকের উপর বিপুল ছাড় দেয়। অন্য কোথাও সস্তায় পছন্দসই পোশাক পেয়ে গেলে আর কেন ওয়েলিংটন ভুটিয়াবাজারে ভিড় জমাবেন ক্রেতারা? এখানে তো কোনও ছাড়ের ব্যাপার নেই। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন ওয়েলিংটনের শীতবস্ত্র উষ্ণতা জুগিয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে নামীদামি সংস্থার শীতবস্ত্রের ভিড়ে তাহলে কি চাপা পড়ে যাচ্ছে ভুটানি বাজারে মেলা উষ্ণতার আঁচ?

কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোয় এফআইআর হাইকোর্টে স্বস্তি বিজেপি বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার মামলার পাশাপাশি আরও একটি এফআইআর থেকে অব্যাহতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা। প্রসঙ্গত, বিধানসভা চত্বরে কাসর-ঘণ্টা বাজানোর অভিযোগেও মামলা হয়েছিল। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বিধায়কদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এই মামলাতেই স্বস্তি দিল হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। এই মামলার শুনানির পর আদালত নির্দেশ দেয়, আপাতত বিধায়কদের গ্রেপ্তার করা যাবে না।

গত ২৯ নভেম্বর বিধানসভা চত্বরে স্লোগান দিচ্ছিলেন বিজেপি বিধায়কেরা। অন্য দিকে, তখন শাসক শিবিরে শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত। তা সত্ত্বেও স্লোগান থামানো হয়নি। এই অভিযোগে এফআইআর হয় বিরোধী বিধায়কদের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় কলকাতায় সিঙ্গল বেঞ্চ রক্ষাকবচ দিয়েছে আগেই। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য।

একইসঙ্গে আরও একটি এফআইআর হয় কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোর অভিযোগে। শাসকদলের দাবি, জাতীয় সঙ্গীতের সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজানো হচ্ছিল। কোনও শান্তিপূর্ণ ধরনায় কেন কাঁসর ঘণ্টা বাজবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে রাজ্যের শাসকদল। শুনানির পর আপাতত বিজেপি বিধায়কদের স্বস্তি দেয় হাইকোর্ট। শুধু তাই নয়, উল্টে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার মামলায় বিচারপতির প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল রাজ্যকে।

ডিসেম্বরে শীতের আমেজ উৎসবের মেজাজে কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাঁকিয়ে ঠান্ডা নেই। তবে শীতের পরশ লেগেছে মহানগরের বুকে। তাপমাত্রা কমেছে বেশ কয়েকটি জেলাতেও।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী ৪ থেকে ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। খুব ভোরবেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা স্বল্প সময়ের জন্য থাকলেও দিনভর আকাশ পরিষ্কারই থাকবে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার আলিপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম। মঙ্গলবারের পর মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি কমে গিয়ে কলকাতা পৌঁছয় মরসুমের শীতলতম দিনে। বুধবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শেষবার শহরের রাতের তাপমাত্রা ১৪.৭ ডিগ্রি হয়েছিল গত ৪ ফেব্রুয়ারি।

এদিকে বুধবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সন্দাকফু,উত্তর সিকিম,পূর্ব সিকিমে তুষারপাত হয়েছে। দার্জিলিংয়ের বেশ কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ডুয়ার্সের কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, ভারী তুষারপাতের জন্য সিকিমের বিভিন্ন পর্যটনস্থলগুলিতে প্রায় ৪০০-র বেশি গাড়ি আটকে পড়েছিল।ভয়ঙ্কর শৈত্য প্রবাহও চলছে সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকেও এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

জগদ্দলে বিক্কি যাদব খুনে ধৃত আরও তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি বছরের গত ২১ সেপ্টেম্বর ভর সন্ধেয় জগদ্দলের পুরানী তলাব এলাকায় বাড়ির সামনে খুন হন বিক্কি যাদব। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই অঙ্কিত কুমার সিং ও রাইস আলি নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের ঘটনায় এই দু'জনের ভূমিকা ছিল খুনিদের আশ্রয় দেওয়া এবং রাস্তা চিনিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেওয়া। এবার এই ঘটনায় পুলিশ আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর ডিডি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া জানান, বিক্কি যাদব খুনের ঘটনায় মহম্মদ জিশান, পঙ্কজ সিং ওরফে ইমরান আহমেদ ও ইফতিকার আলম ওরফে সনুকে পাকড়াও করা হয়েছে। জিশান ও পঙ্কজ কামারহাটির বাসিন্দা। আর সনু কলকাতার কাশীপুরের বাসিন্দা। যদিও পঙ্কজ ইদানিং জগদ্দলে থাকতো। পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া আরও জানান, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মোটর বাইকে চেপে তিন জন ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিল। বাইকের একদম পিছনে বসেছিল সনু। বাইকের আরও দু'আরোহী সূর্যা সাহা ও অরিন্দম ঘোষ ওরফে বাঙালি জগদ্দলের বাসিন্দা। ঘটনাস্থলে ইমরান নামে আরও একজন হাজির ছিল। ইমরান জগদ্দলের বাসিন্দা। তবে বিক্কি খুনের মূল পরিকল্পনা ছিল পঙ্কজের। পুলিশ কমিশনার জানান, হাওড়ার সলপে বসেই বিক্কিকে খুনের ছক কষা হয়েছিল। সনু বাদে বাকি চার জন সলপেই থাকত। কিন্তু ঘটনার দিন পঙ্কজ ছাড়া বাকি চার জন দুটো বাইকে চেপে ওরা সলপ থেকে

জগদ্দলে এসেছিল। অপারেশন শেষ করে ওরা বাইক চেপেই ফের সলপে ফিরে গিয়েছিল। পুলিশ কমিশনারের দাবি, খুনে ব্যবহৃত দুটি মোটর বাইক পুলিশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দু'টি মোটর বাইকের একটি কামারহাটি থেকে চুরি করা হয়েছিল চলতি বছরের আগস্ট মাসে। আরেকটি দক্ষিনেশ্বর থেকে চুরি করা হয়েছিল জুন মাসে। ওই বাইক দু'টি চুরি করেছিল কামারহাটির বাসিন্দা মহম্মদ জিশান ও মোটা রাজা ওরফে গোলাম ইলিয়াস জাফর। পুলিশ কমিশনার জানান, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, খুনের মোটিভ নিয়ে তাঁরা এখনও পরিষ্কার নন। তবে ঘটনার নেপথ্যে অন্য কেউ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়ার দাবি, চলতি বছরের গত ২২ জুলাই ভাটপাড়া থানা এলাকায় 'মুকুল' নামে একজন খুন হন। সেই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিল এই পঙ্কজ। তাছাড়া ওই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ইমরান ও অরিন্দম ঘোষ। এঁরা আবার বিক্কি খুনেও অভিযুক্ত। পুলিশ কমিশনার জানান, এই খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সেইসঙ্গে ঘটনায় জড়িত বাকিদেরও খোঁজ চলছে।

সম্পাদকীয়

উপত্যকার আজকের চেহারা বৃহত্তম গণতন্ত্রের সঙ্গে মানানসই কি?

জম্মু ও কাশ্মীর সংশোধিত পুনর্গঠন বিল এবং জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল নিয়ে গত সপ্তাহে লোকসভায় আলোচনা হয়। সংশোধিত পুনর্গঠন বিলে সরকার পক্ষের সিদ্ধান্ত, বিধানসভার আসন সংখ্যা ৮৩ থেকে বেড় ৯০ হবে। তাঁদের মধ্যে তিনজন হবেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর কর্তৃক মনোনীত;যাযাবর গোষ্ঠী থেকে দু'জন (তাঁদের মধ্যে মহিলা একজন) এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া একজন। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ বিলে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে। তবে ওই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ বিরোধী দল জোর দেয় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা অবিলম্বে ফেরানোর উপর। একইসঙ্গে তাঁদের দাবি ছিল, সেখানে শীঘ্রই বিধানসভার নির্বাচনও করা চাই। উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভা গঠনে ভূস্বর্গের বাসিন্দারা শেষবার ভোট দিয়েছেন ২০১৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ভোটের পর সেখানে পিডিপি এবং বিজেপির জোট সরকার তৈরি হয়। পাকিস্তান এবং চীনের মতো দুই বৈরী মনোভাবাপন্ন দেশের সীমান্ত ঘেঁষা রাজ্যে সেই নির্বাচিত সরকার পুরো মেয়াদ টেকেনি। সেখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি। বিধানসভা এবং নির্বাচিত সরকারের অনুপস্থিতিতেই, ২০১৯-এর ৫ আগস্ট মোদি সরকার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভেঙে দেয়। বলা বাহুল্য, স্বভাবতই লোপ পায় গোটা অঞ্চলের রাজ্যের মর্যাদা। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ওই রাজ্যের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা (অনুচ্ছেদ ৩৭০) প্রত্যাহার করে নেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খারিজ বিজেপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিল। সুতরাং ৩৭০ অনুচ্ছেদ যে তারা ফেরাবে না, তা সবার জানা। এবার সুপ্রিম কোর্টও মান্যতা দিয়েছে সিদ্ধান্তটিকে। তবে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো এবং সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কেন্দ্রের তরফে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাধিকবার দাবি করেন, 'উপযুক্ত সময়েই' নির্বাচন হবে সেখানে। মোদি সরকার তো এই কৃতিত্বই জাহির করে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করার পরই জম্মু ও কাশ্মীরে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। বাগে এসেছে সন্ত্রাস এবং ফিরেছে শান্তির পরিবেশ;এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন তারই ফসল। সরকারের দাবি যথার্থ হলে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে নির্বাচনে এখনও অনীহা কেন? এটাই কি সেই 'উপযুক্ত সময়' নয়? নির্বাচিত বিধানসভা উপহার দিয়ে অবিলম্বে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো উচিত জম্মু ও কাশ্মীরের। উপত্যকার আজকের চেহারা কোনওভাবেই বৃহত্তম গণতন্ত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। বহু দলীয় রাজনীতি অনুশীলনের পথ এরপরও রুদ্ধ রাখা হলে তাতে উৎসাহ বোধ করবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই।

শাশ্বত কথা

ধর্ম

ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভেতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম,ধর্মের উহাই সার। আর অবশিষ্ট যাহা কিছু, যথা- ধর্মবক্তৃতা শ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তক পাঠ অথবা বিচার, কেবল ওই পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নহে। ধর্ম বাক্যাড়াম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমিতির মধ্যে ধর্ম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি করিয়া ভাগ আছে- যথা- দার্শনিক,পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক । অবশ্য দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ওই দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র,উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী ও অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ওই দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ওই দর্শনেরই আরও স্থূলতর রূপ-যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে পারে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

উষা মঙ্গেশকর

১৯৩৫ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উষা মঙ্গেশকরের জন্মদিন।
১৯৭৬ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় বাইচুং ভুটিয়ার জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট মহিলা কুস্তিগীর গীতা ফোগতের জন্মদিন।

স্বদেশপ্রেমের আলোকে জগদীশচন্দ্র

দেবায়ন রায়

বিজ্ঞান দেবতার উষ্ণীষের সৌন্দর্য বর্ধনকারী একাধিক মহামূল্য রত্ন বিজ্ঞান-তাপস আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক অর্পিত। আইনস্টাইন বলেছিলেন- তজগদীশচন্দ্র যে-সব অমূল্য সম্পদ পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন, তার যে কোনোটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা যায়।দ কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে, পরাধীন মাতৃভমির হৃত গৌরব জগৎসভায় পুনঃস্থাপিত করার তাগিদই তাঁকে একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রেরণা জুগিয়েছে। বিজ্ঞান-সাধনা ও প্রশস্ত স্বদেশ-চেতনার এক সুমহান সমাবেশ তাঁর জীবনবৃত্তের কেন্দ্রে পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ পদানত ভারতবাসীর সার্বিক উন্নতি ও মুক্তিপথ সন্ধানের অতলান্ত বাসনা তাঁর মননে, চিন্তনে ও কর্মে নশ্বরতামুক্ত স্থায়ীত্ব অর্জন করেছিল।

জগদীশচন্দ্র আমৃত্যু বিশ্বাস করতেন- তশুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন অথবা শুধু সমাজ সংস্কার নয়, সব কিছুর মিলিত পথে আসবে ভারতের মুক্তি। এর এক-একটি পথকে সুগম ও সার্থক করে তোলবার জন্যে আমাদের যাবতীয় প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে সবদিকে।দ তাঁর এই স্বদেশচেতনার মূলে ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী পিতা ভগবানচন্দ্র। স্বজাতির উন্নতি সাধনে ভগবানচন্দ্র সদা সচেষ্ট ছিলেন। ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকাকালীন তিনি দেশীয় কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বদেশী মেলার প্রচলন করেন। ফরিদপুরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিল্প ও কারিগরি বিদ্যালয়। আসামের চা শ্রমিকদের দুর্দশায় ব্যাথিত হয়ে তিনি কয়েকজন সমমনস্ক ব্যাক্তিকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'ন্যাশনাল টি কোম্পানি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান, যা ছিল চা শিল্পে প্রথম ভারতীয় উদ্যোগ। বর্ধমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে কর্মরত অবস্থায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণে অনাথ হয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে তিনি স্বখরচে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি তাঁতকলও তাঁর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। এই উদ্যোগগুলির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করলেও সর্বদা তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয় নি। একসময় তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। পিতার এই কর্মনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ পুত্রের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীকালে বিক্রমপুর সম্মিলনে আচার্য বলেছিলেন- ততাঁহার (পিতার) জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিস্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোনো সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।দ অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় ভগবানচন্দ্র পুত্রকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন নি। জগদীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষালাভ ঘটেছিল ফরিদপুরে পিতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পাঠশালায়। তাঁর ভাষায়- তস্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল দ জাতিভেদ প্রথা ও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর অতিক্রম করে এভাবেই পিতৃ-প্রদর্শিত মার্গে ভারতভূমির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

কর্মজীবনের একাধিক ঘটনার দর্পণে তাঁর সচেতন ভারতীয়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের কদর্য নিয়ম অনুযায়ী ইউরোপীয় অধ্যাপকদের বেতনের একতৃতীয়াংশ বেতন গ্রহণে তিনি অসম্মত হন এবং পরিবার আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও তিন বছর বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। পরিশেষে, ব্রিটিশ সরকার সেই বৈষম্যমূলক বেতনব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে তাঁকে ইউরোপীয় অধ্যাপকদের সমপরিমাণ বেতন দিতে বাধ্য হয় এবং আগের তিন বছরের বেতনও একসাথে প্রদান করে। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার মনোনীত সিনেট-সদস্য জগদীশচন্দ্র সরকারপক্ষকে সমর্থনে অস্বীকার করায় সরকার তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করে। অকুতোভয় বিজ্ঞানসাধক প্রত্যুত্তরে জানান, 'সরকারের অন্ধ স্তাবকতা করব এই যদি আমার কাছে আশা করা হয়ে থাকে, তবে আমাকে যেন অবিলম্বে সরকারি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।' ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেনের ভারতবিরোধী ব্যবহারের প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ছাত্ররা ধর্মঘট করলে জগদীশচন্দ্র ধর্মঘটের পক্ষে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেছিলেন- 'তোমরা ঠিক করেছ।'

কিংবদন্তী বিজ্ঞানী কেলভিন জগদীশচন্দ্রকে ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে যুক্ত হতে অনুরোধ করলেও মাতৃভূমি ও দেশবাসীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করতে পারবেন না বলেই তিনি কেলভিনের অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। প্রাণের বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন- 'আমার জীবনের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে সব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহাও সহ্য করিব।' আর্থিক উন্নতি ও আধুনিক গবেষণাগার প্রাপ্তির এমন সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করে দেশপ্রেমের এমন অভূতপূর্ব স্তম্ভ স্থাপন কয়জনের পক্ষে সম্ভব? দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অনিরুদ্ধ আবেগ রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্ট থাকে নি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমাদের মিলনের অবকাশ; সেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।' রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত করে তোলার উদ্দ্যেশ্যে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁর রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য নিরন্তর অনুরোধ করতেন। মূলত জগদীশচন্দ্রের উৎসাহেই কবি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কবি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য জগদীশচন্দ্র উৎফুল্ল চিত্তে শান্তিনিকেতন পৌঁছে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুললে জগদীশচন্দ্র অশেষ আনন্দিত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন- 'আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই; সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রথম মিথ্যা অভিমানী স্বজাতি-বৎসল আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতি-বিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী বিশ্বাসী ধৈর্যশীল স্বজাতি-প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম।' তিনি আরও লেখেন-'ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব। যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। অন্তরে কিংবা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইস্ট লাভ করিব না।'

প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্যের বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত যে-সব ছাত্ররা বিশ্বের বুকে ভারতের জয়ধ্বজা উড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ। সত্যেন্দ্রনাথ বসু জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিকথায় লিখেছেন- 'কিশোর মনের বাসনা;এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে।' ভারতভূমি একদিন সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীদের তীর্থস্থানে পরিণত হবে- এই আশাই ছিল তাঁর আচার্যের বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রেরণা। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের তাম্রফলকে খোদিত রয়েছে তাঁর অমোঘ বাণী- 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এ বিজ্ঞান মন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।' তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কখনওই ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা প্রসারে উদ্যোগী হবে না। বিজ্ঞান সাগরে অভিযান চালানোর সময় ভাবীকালের ভারতীয় তরুণ-তরুণীরা যাতে তাঁর মতো প্রতি মুহূর্তে বাধা-বিপত্তির উত্তাল ঢেউয়ের সম্মুখীন না হয়, তা তিনি সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আচার্য বলেছিলেন, 'যখন কোন দেশ একান্তভাবে পরনির্ভর হয়ে পড়ে, তখন বিশ্ব-প্রগতির ক্ষেত্রে তার আর কোনও ভূমিকা থাকে না। তার পরাশ্রয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে তিক্ত সত্য আমি বহু বছর আগে উপলব্ধি করেছি। তারই প্রত্যক্ষ ফল বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। আমি আশা করি, সে মন্দির একদিন বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে। নালন্দা ও তক্ষশীলার জ্ঞান-কেন্দ্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ পৃথিবীর দুর-দূরান্তের জ্ঞান-ভিক্ষুদের স্বাগত জানিয়েছিল। আমি সে ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা আজ সার্থক হয়েছে।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, ভগিনী নিবেদিতা, আনন্দমোহন বসু-সহ জাতীয় আন্দোলনের একাধিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গদেশ জুড়ে প্রসারিত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি জগদীশচন্দ্র সহানুভূতিশীল ছিলেন। এমন তথ্যও উঠে এসেছে যে, যখন নিবেদিতা অরবিন্দকে পণ্ডিচেরীতে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন, তখন জগদীশচন্দ্রই সেই জাহাজযাত্রার খরচ দিয়েছিলেন। আন্দামানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিনচন্দ্র দাসের আর্থিক সংকটের সংবাদ পেয়ে আচার্য বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মচারীদের লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও শরীরচর্চা শিক্ষার জন্যে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। একবার বিজ্ঞান মন্দিরে নিয়োগ-প্রক্রিয়া চলাকালীন জানা যায় যে একজন তরুণ চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে কারাবন্দী ছিল। জগদীশচন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দিলেন- 'ওকেই নাও, ওর ভিতর কিছু আছে বলেই তো এগিয়ে গিয়েছিল' বড়লাট লর্ড রিডিং কর্তৃক বিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শনের প্রাক্কালে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট নিরাপত্তামূলক পুলিশি-ব্যবস্থা গঠনে অগ্রসর হলে আচার্য বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যে পুলিশ প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। বড়লাটের বিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শনের দিনটির সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের খ্যাতনামা গবেষক আশুতোষ গুহঠাকুরতা লিখেছেন- 'যা আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে এই শীর্ষ রাজপুরুষের সঙ্গে আচা্যদেবের সমপর্যায়ের বন্ধুর মত ব্যবহার। ইতিপূর্বে এইসব রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একত্রে যেসব ছবি চোখে পড়েছে, সেক্ষেত্রে একপক্ষের গর্বিত ভাব ও অপর পক্ষের একটু হীনম্মন্যতার ভাবই যেন লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই চোখে পড়ল। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই ব্যাখ্যা করে বুঝোচ্ছিলেন এমন নয়, ফাঁকে ফাঁকে শাসনব্যবস্থার নানা ত্রুটি ও কুফল সম্বন্ধে অনুযোগ করে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে চলেছিলেন। মনে হয়েছিল যেন অত বড় ধুরন্ধর ইংরেজ তাঁর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা যোগাচ্ছে না। নত মস্তকে সব স্বীকার করে নিচ্ছেন।'

দেশের সাথে একাত্মতা নির্মাণ এবং আত্মোপলব্ধির একটি পন্থা হিসেবে জগদীশচন্দ্র ও স্ত্রী অবলা বসু দেশভ্রমণকে বেছেছিলেন। তাঁর জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিসে লিখেছেন, 'এই ভ্রমণ ব্যাপারটি আপাতভাবে মনে হয় বসুর বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু তা বস্তুতঃপক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ কার্যের প্রাণশক্তি দিয়েছিল, সর্বোপরি তাঁকে ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও কর্মসাফল্যের ঊর্ধ্বে ভারত ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছিল। ...এর ফলেই এই পাশ্চাত্য শিক্ষিত আধুনিক পদার্থবিদ অদ্ভুত ব্যাপকভাবে তাঁর স্বদেশকে জেনেছেন;নিতান্ত খাঁটি এক ভারতবাসীর মত করেই ভারতকে বুঝেছিলেন।' এই বিজ্ঞানসাধক কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, হরিদ্বার, পুরী, রামেশ্বরম, মাদুরাই, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছিলেন। দুর্গম কেদার-বদ্রী তীর্থযাত্রায় দেশের প্রতিটি অংশ থেকে আগত মানুষের সমাবেশ জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিসীমায় ভারতবর্ষের অকৃত্রিম ঐক্যবোধ ও সুগভীর আধ্যাত্মিক স্বভাবের এক সুস্পষ্ট চিত্র গড়ে তোলে। বুদ্ধগয়া, রাজগীর, সারনাথ, সাঁচি-সহ বিভিন্ন বৌদ্ধপীঠ জগদীশচন্দ্রের হৃদয়ে ছড়িয়েছিল সম্মোহনী সুধা। আবার লাহোর, অমৃতসর ও পাটনায় শিখদের তীর্থস্থানগুলি ঘুরেও তিনি বিমুগ্ধ হন। দার্জিলিং, কাশ্মীর, নৈনিতাল, আলমোড়া, মায়াবতী-তে হিমালয় পর্বতমালার সুবিশাল ব্যাপ্তি, তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, রজতশুভ্র নদী, প্রাণচঞ্চল বনানী এবং উচ্ছল জলপ্রপাত ছিল জগদীশচন্দ্রের খুবই প্রিয়। দার্জিলিং এ তাঁর একটি বাসস্থানও ছিল যেখানে তিনি একটি পরীক্ষাগারও নির্মাণ করেন। যে হিমালয়ের ছত্রছায়ায় বহু মুনি ঋষি নিভৃতে তপস্যা করে গেছেন, জগদীশচন্দ্রও সেই হিমালয়ের ক্রোড়েই বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন-'তাঁহার (জগদীশচন্দ্র) মধ্যে প্রাচীন যুগের ঋষির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।' কোনারক, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, লখনউ, চিতোর এবং আজমীরের মত ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলি বসু দম্পতি মুগ্ধ চিত্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা ও সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র যখন অজন্তা-ইলোরা ভ্রমণে যান, তখন সেখানে নন্দলাল বসু, অসিত হালদার ও শ্রীমতী হেরিংহ্যাম গুহাচিত্র নিয়ে কর্মরত ছিলেন। বিরামহীন কর্মের ফলে নন্দলালের দলের সদস্যদের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি জগদীশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কালবিলম্ব না করে তিনি তাঁদের জন্য উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্বদেশ বলতে জগদীশচন্দ্র সর্বাগ্রে দেশের মানুষকে বুঝতেন। প্রান্তিক ও অন্ত্যজ বর্গের মানুষদের প্রতি তিনি ছিলেন প্রকৃতই শ্রদ্ধাশীল। বিক্রমপুর সম্মিলনে তিনি বলেছিলেন- 'তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্য রক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্দ্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই 'পতিত' শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে।' বিহারের দুর্দশাগ্রস্ত খনি শ্রমিকদের কল্যানার্থে জগদীশচন্দ্র বিপুল অর্থরাশি দান করেছিলেন। কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'ব্যাধিজীর্ণ জাতীয় জীবনকে পুনরুদ্দীপ্ত আমাদেরই করতে হবে;বিদেশী আমলাতান্ত্রিক সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।'

আচার্যের বাসভবনে ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ভারতমাতা, নন্দলাল বসুর আঁকা মহাভারতের ফ্রেস্কো, কটকি শাড়িতে শোভিত পর্দা ও আসন, আসবাবে অজন্তার ভঙ্গিতে উৎকীর্ণ পদ্ম, বালুচরী রেশমের আচ্ছাদনে সুসজ্জিত তাকিয়া ইত্যাদি, যা দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগের স্বাক্ষর বহন করত। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ভারতীয় স্থাপত্যরীতি ও শিল্পকলার যে উজ্জ্বল নিদর্শন দেখা যায় তার মূলে ছিল আচার্যের নির্দেশ। কোনো ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারকে না ডেকে তিনি অবনীনাথ মিত্রকে ভারতীয় গঠনরীতিতে মন্দিরের ভবন নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অবনীনাথকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছিলেন নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত হালদার, সুরেন কর-সহ বাংলার দিকপাল শিল্পীবৃন্দ। রাজস্থানের চুনার থেকে আনা পাথর দিয়ে বারাণসীর কারিগররা তৈরি করেন এই ভবন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে পদ্ম, বজ্র ও দুইটি আমলকী ফলের অর্ধাংশের মনোগ্রাহী ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় চিন্তাধারায় পদ্ম হল পবিত্রতা ও মাধুর্যের প্রতীক ও বজ্র হল শৌর্যের প্রতীক। সম্রাট অশোকের সর্বস্বত্যাগী সাধনার প্রতীক হল আমলকী ফলের অর্ধাংশ। মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে নন্দলাল বসুর আঁকা একাধিক চিত্র। বিভিন্ন অংশে অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র, জয়পুরের মন্দির এবং বারাণসীর মানমন্দিরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইভাবেই জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমে ভর করে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রের সাথে ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির এক অকৃত্রিম সেতু সৃজিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। সহজ সরল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানধর্মী রচনা লিখে তিনি হয়েছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ', 'মুকুল', 'দাসী' পত্রিকায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা প্রবন্ধ সংকলনটির নাম হল 'অব্যক্ত'। তিনি 'পলাতক তুফান' শীর্ষক কাহিনীটি রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম কল্পবিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশন (১৯১১) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে (১৯১৮) তাঁর সভাপতির ভাষণ মাতৃভাষার বিষয়ে তাঁর সুগভীর চিন্তাভাবনাকে উদ্ভাসিত করেছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছেন- 'জাতীয় গর্ব; কিন্ত শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী গর্ব; তাঁর মধ্যে থেকে বিদ্যুতের মত ঝলসে ঝলসে ওঠে।' বৈজ্ঞানিক সাধনার নেপথ্যে স্বদেশের ভূমিকাকে আচার্য সর্বদা মান্যতা দিয়েছেন। ১৯০০ সালে প্যারিসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভার দীপ্তি চাক্ষুস করে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে লেখেন- 'যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জল করেন-বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করেন।' তাঁর অন্তরাত্মা দেশের উন্নয়নে সাড়া দিত এবং সেই কল্পে তিনি বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। আচার্য লিখেছেন- 'গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।' অতএব, নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে, একজন স্বদেশপ্রেমিক হিসাবেও আচার্য জগদীশচন্দ্র অমরত্বের দাবিদার।

শীতের সাতকাহন

সিদ্ধার্থ সিংহ

শীত এলেই চারদিকে শুরু হয়ে যায় চড়ুইভাতির তোড়জোড়। লোকে তখন পিকনিক করার জন্য সক্কাল-সক্কাল বেরিয়ে পড়েন বারুইপুর, বারাসত, গাদিয়ারা, ডায়মন্ড হারবার, ব্যান্ডেল চার্চ, আটান্ন গেটের মতো কাছাকাছি কোথাও। ভিড় জমান চিড়িয়াখানা, সায়েনসিটি, ভিক্টোরিয়া, ইকো পার্ক, জাদুঘর, বোটানিকেল গার্ডেন, নিকোপার্কে।

এই সময় ধর্মতলার ময়দান জুড়ে চলে পুরোদস্তুর শীতের আমেজ। পিঠে মৃদু রোদ্দুর মেখে দু'চোখ ভরে দেখেন মাদারি কা খেলা। শোনেন দেশওয়ালি গান। রামায়ণ পাঠ। সে সব ঘিরে ওই চত্বর জুড়ে বসে যায় মেলা।

এই সময় ভিড় উপচে পড়ে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায়। আগে থেকে বুক করে না রাখলে হোটেলের ঘর পাওয়া যায় না। ভিড় হয় অজয় নদীর তিরে জয়দেবের মেলা ওরফে কেঁদুলি মেলায়।

ওপার বাংলার লোক তখন ভিড় জমান কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্ট মার্টিন, বান্দারবান, নিঝুমদ্বীপে।

এই শীতেই লোকে ছুটে যায় আরও শীতলতম জায়গায়। সিমলা, কুলু, মানালি, দার্জিলিংয়ে। শুধুমাত্র তুষারপাত দেখবেন বলে। এই শীতেই প্রেমিক-প্রেমিকারা আইসক্রিম খেতে খেতে হাত ধরে হেঁটে যান দিকশূন্যপুরে।

গোটা শীতকাল জুড়েই দিন ছোট আর রাত বড় হয়। প্রচলিত আছে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন, পঁচিশে ডিসেম্বর থেকেই দিন বড় হতে শুরু করে। রাত ছোট হতে থাকে। আর শীতের প্রকোপও একটু একটু করে কমতে থাকে। তবু শুধু পঁচিশে ডিসেম্বরেই নয়, তেইশে জানুয়ারি, এমনকী ছাব্বিশে জানুয়ারিতেও, শীত যাই যাই করলেও, সে সময় বিশেষ দিন বলে কোনও লোকজন আর বাড়িতে থাকেন না। পিলপিল করে বেরিয়ে পড়েন সব।

শুধু মানুষ নয়, সুদূর সাইবেরিয়া থেকে এ দেশে উড়ে আসে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরাও।

আর ফার্স্ট জানুয়ারি? সে দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির তো একেবারে উপচে পড়ে। উপচে পড়ে বেলুড় মঠ, সারদা মায়ের বাড়িও। ভোর থাকতে লাইন পড়ে যায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। কারণ, এই উদ্যানবাটীতেই ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারিতে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্পতরু হয়েছিলেন। সেই কল্পতরু উৎসব এখন মহাধুমধাম করে সর্বত্র পালিত হয়। পালিত হয় এই শীতকালেই।

একমাত্র এই শীতকালেই পাওয়া যায় খেজুরের রস। তাই ভোররাত্রে শিউলিদের পেড়ে আনা খাঁটি খেজুরের রস সারা শীতকাল জুড়ে খান। খান জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ের সন্দেশ।

এই শীতের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে ডড়িয়ে আছে পিঠা-পুলির নাম। যেমন — ভাপা পিঠা। এই পিঠা অন্য সময়েও তৈরি করা যায় ঠিকই, কিন্তু ভাপা পিঠার সেই স্বাদ শীতকাল ছাড়া কিছুতেই পাওয়া যায় না। সঙ্গে আছে চিতই পিঠা, সিদ্ধ পিঠা, পুলি পিঠা, খেজুরি পিঠা, চিল পিঠা, রস পিঠা, তেলের পিঠা, রস পিঠা, ঝাল পিঠা, পাটিসাপটা বা ক্ষীরপুলি। খান এগুলিও।

এই শীতকালকে কেউ কেউ আবার ফ্যাশনের ঋতুও বলেন। কারণ, এই শীতকালে আমাদের পোশাকআশাকেও আসে আমূল পরিবর্তন। শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ জন তখন গায়ে তুলে নেয় রং-বেরঙের হাল ফ্যাশানের চাদর, সোয়েটার, ব্লেজার, কোট, জাম্পার, কার্ডিগান। সে সবে নিজেকে জড়িয়ে সুন্দর থেকে আরও সুন্দর করে তোলেন।

এই সময় তথ্য ও সংস্কৃতির বিভাগ শুরু করে নাট্য উৎসব, কবিতা উৎসব, গানমেলা। একমাস ব্যাপী যাত্রা উৎসব। কনকনে শীতে চাদর মুড়ি দিয়ে রাত জেগে যিনি কখনও যাত্রা দেখেননি, তাঁর জীবনই বৃথা।

এই শীতেই সুফি ও বাউল ভাব-দর্শনে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী মেতে ওঠেন নানা রকম আচার অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন মরমী সাধকদের মাজার ও খানকাকে ঘিরে শুরু হয় ওরস ও মেলা। এই সময়েই হাটবাজারগুলো ভরে ওঠে সবুজ সতেজ শাকশবজিতে।

তবে হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখতেই হবে। শীতের এই মরসুমটা উপভোগ্য হলেও, দেখা দিতে পারে কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই এই সময়ে একটু বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।

মনে রাখবেন, এই সময় সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি আপনার ত্বককে ক্ষতি করতে পারে। তাই বাইরে যাওয়ার আগে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।

চোখের ওপরের পাতায় হালকা অ্যাশ (ছাই) বা বাদামি রংয়ের শ্যাডো দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শ্যাডোর রং যতটা ন্যাচারাল হবে ততই ভাল। এর পর চোখের নীচে পছন্দ মতো রং— নীল, সবুজ, বেগুনি দিয়ে রেখা টেনে নিতে পারেন।

ঠোঁটে হালকা গোলাপি বা বাদামি রংয়ের লিপস্টিক লাগাতে পারেন। মনে রাখবেন, স্মকি আইয়ের সঙ্গে গোলাপি ও পিচ রঙের লিপস্টিক বেশ মানানসই।

স্ট্রেইট করে চুল ছেড়ে রাখতে পারেন বা চাইলে চুলের নীচের অংশে কার্ল করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মেকআপ হতে হবে হালকা। শীতে চুল বাঁধা যেতে পারে ব্যালোরিনা স্টাইলে। উঁচু করে চুল উঠিয়ে খোপাও করে নিতে পারেন। চাইলে সামনের চুল খানিকটা পাফ করে নিন।

নখে লাগাতে পারেন গাঢ় সবুজ, নীল, মেরুন, কালো বা হালকা রঙের নেইলপলিশ।

এই ভাবেই নিজেকে সাজান। অন্যকে সাজান। আর এই শীতকালটাকে যতটা পারেন, আরও রঙিন, আরও সুন্দর, আরও মধুময় করে তুলুন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আয়করের পর এবার কয়লা কাণ্ডে সিবিআই হানা বার্নপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বার্নপুরে ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর অভিযান এখনও অব্যাহত। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বার্নপুরের পুরনো হাটি দু'টি বাড়িতে অভিযান চালাল সিবিআই। বেআইনি কয়লা কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রাক্তন সিআইএসএফ কর্তা শ্যামল সিংহ রায় ও ব্যবসায়ী স্নেহাশিস তালুকদার, এই দু'জনের বাড়িতে সিবিআই অভিযান হয়। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ হয়।

সূত্রের খবর, ওই সিআইএসএফ কর্তার বিশাল অট্টালিকার মতো বাড়ি দেখে হতবাক সিবিআই আধিকারিকরাও। কয়লা মাফিয়া অনুপ মাজি ওরফে লালা ঘনিষ্ঠ এই দু'জন। সূত্রের খবর, স্নেহাশিস তালুকদার কয়লা কারবারে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করতেন।

ইসিএল কর্তাদের বা সুরক্ষা বাহিনীকে মধ্যস্থতা করাতেন মোটা টাকার বিনিময়ে।

বুধবার আসানসোলে বিশেষ সিবিআই আদালতে সিবিআই আধিকারিকরা রাজ্য ১৩টি জায়গায় সার্চ ওয়ারেন্টের অনুমতি নিয়ে যায়। তার প্রেক্ষিতেই শুরু হয়েছে কলকাতা, দুর্গাপুর ও মালদায় এই দু'জনের বাড়িতে সিবিআই অভিযান। কয়েকমাস ধরে বেআইনি কয়লার তদন্ত ঢিমে তালে চলছিল বলে সমালোচনা শুরু হয়। বছরের শেষে আবার তেড়েফুঁড়ে উঠল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তদন্ত এজেন্সির বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, স্নেহাশিস তালুকদারকে আটক করেছে সিবিআই।

ইনসাফ যাত্রা নিয়ে চুঁচুড়ার ত্রিকোণ পার্কে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডিওয়াইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রা নিয়ে বৃহস্পতিবার হুগলির চুঁচুড়ার ত্রিকোণ পার্কে সাময়িক উত্তেজনা ছড়াল। ইনসাফ যাত্রার তৃতীয় দিন চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে ইনসাফ যাত্রা হয় বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী পার্কে।

অভিযোগ, তৃণমূলের একটি তোরণদ্বার ঢাকা পড়ে যুব পতাকার কলাগাছে। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার প্রতিবছর ডিসেম্বরের শেষে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন চুঁচুড়া মাঠে। তারই প্রচারে হুগলি চুঁচুড়া শহর জুড়ে তোরণ করা হয়েছে। তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসিত মজুমদারের ছবি রয়েছে সেই তোরণে। ডিওয়াইএফআইয়ের কলাগাছে ছবি ঢাকা পড়তেই খবর যায় বিধায়কের কাছে। গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান ত্রিকোণ পার্কে। তোরণের সামনে থেকে কলাগাছ সরাতে বলেন বলে দাবি।

বিধায়ক বলেন, 'সাজানো বন্ধ করতে দু'মিনিট লাগবে না।' যদিও তারপরই স্থানীয় বাম নেতৃত্ব কলাগাছ সরিয়ে ফেলেন। বিধায়ক বলেন, 'ইনসাফ যাত্রা করছে করুক। আমার তোরণ ঢেকে দিয়েছে কলাগাছে। ওদের হাতে সাঁইবাড়ি, মরিচ ঝাঁপি, আনন্দমার্গী হত্যার রক্ত আছে। বাংলার মানুষ ওদের ইনসাফ করে শূন্য করে দিয়েছে। ইনসাফ কোনও দিন পাবে না। এখন রাম বাম এক হয়েছে। ২০২৪ সালে যোগ্য জবাব দেবে মানুষ।'

বাম নেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইনসাফ যাত্রার পদযাত্রা যাবে তার জন্য সাজানো হয়েছিল। ওঁদের আপত্তি ফুটবল খেলার তোরণ নাকি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না। রাতে সাজানো হয়েছিল। আমরা সকালে দেখে স্থানীয় কাউন্সিলরকে বলেছিলাম অসুবিধা হলে সরিয়ে নেব। ওঁরা বললেন বিধায়ক এসে যা করার করবেন। ওঁরা বলছে আমরা নাকি অশান্তি চাই। কী আর বলার আছে।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮২০ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. প্রতীকী দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	শ্রী বাপী দাস (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি সবিতা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঋণ অ্যাকাউন্ট : ২১০৩৬৭৫১০০০০০১০৭, ২১০৩৬৭৫১০০০০০২২২, ২১০৩৬৭৫১০০০০০১৩৪, ২১০৩৬৭৫১০০০০০১৯৮	১) ২১.০৯.২০২৩ ২) ১২.১২.২০২৩ ৩) **১৮,৮৯,৬৬৬.৮৫ টাকা** (আঠারো লাখ উননব্বই ছয়শো ছেষট্টি টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) টাকা ১১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৬ শতক, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১০৮৮/১৭৬৮, এলআর খতিয়ান নং ৬১৩, মৌজা-দন্ডালসা, জেএল নং ২০, থানা- ভাতার এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস ভাতার, জেলা-বর্ধমান, তদস্থিত একটি নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় নির্মাণ। সম্পত্তি বনপাশ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।

তারিখ : ১৫.১২.২০২৩, স্থান : বর্ধমান
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পরীক্ষার্থীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ, প্রতিবাদে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ। প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় কাঁকসা গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০ জন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের জন্য তাদের কাছ থেকে ৪০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। যেখানে ফর্ম ফিলাপের জন্য ২০০ টাকা নেওয়া সরকারি নিয়ম, সেখানে অতিরিক্ত ২০০ টাকা বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

অতিরিক্ত ২০০ টাকা দিতে নারাজ পরীক্ষার্থীরা। প্রতিবাদে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের আটক করে বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায় পরীক্ষার্থীরা। ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের নাম করে যে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়, সেই অতিরিক্ত টাকা কাজের সময় খরচ করে না বিদ্যালয়। প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের বহিরাগতদের দিয়ে নিগ্রহ করা হয়। শাঁসানো হয়। অনেকেই অজান্তে ৪০০ টাকা দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে ফেলেছে। বাকিরা কেউ অতিরিক্ত টাকা দিতে নারাজ।

তাই যতক্ষণ না তাদের ২০০ টাকা মকুব করা হবে, ততক্ষণ তারা বিক্ষোভ চালিয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে একমত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ। তাঁরাও অতিরিক্ত টাকা

নেওয়ার বিষয়ে প্রতিবাদ জানান। রাজনৈতিক অঙ্গুলি হেলনের উপরেই বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুচেতা পোদ্দার দাবি করেন, তিনি বিদ্যালয়ে একবছর হল যোগ দিয়েছেন। গত বছর পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা নেওয়া হয়েছিল, সেই টাকাই এই বছর নেওয়া হয়েছে। তিনি নতুন, তাই এর বেশি তাঁর কিছু জানা নেই।

পরিচালন সমিতির সভাপতি কাঞ্চন লায়েক দাবি করেন, বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ অতিরিক্ত ২০০ টাকা করে নিচ্ছেন। সেটা বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তবে কারও আর্থিক সমস্যা থাকলে তারা লিখিত আবেদন জানালে, সেই বিষয়ে তারা বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন পুলিশ ও পরিচালনা সমিতির সভাপতির আশ্বাসের পর সন্ধ্যা নাগাদ ঘেরাও মুক্ত হন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালনা সমিতির সদস্যরা।

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১২৪২৭)
এসবিআই বাকসারা শাখা
এল.এম.সি সরণি, বাকসারা, হাওড়া
পিন-৭১১১১০, ই-মেল: sbi.12427@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **বাকসারা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : দীপক পাত্র

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১২.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ১৩.৬২০ গ্রাম নিট ওজন ১২.৯০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
২.	১২.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ১৭.২০০ গ্রাম নিট ওজন ১৬.৩০০ গ্রাম	২টি কানের দুল
৩.	১২.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ৫.৪০০ গ্রাম নিট ওজন ৫.১০০ গ্রাম	১টি হাতের আংটি
৪.	১২.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ১৪.০১০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৩০০ গ্রাম	১টি লকেট সহ চেন

তারিখ: ১৫/১২/২০২৩
স্থান: বাকসারা, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়া, মাচানতল, পো. বাঁকুড়া
জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী উত্তম গরাই আইনি উত্তরাধিকারী/প্রয়াত প্রতিমা গরাই এর প্রতিনিধি, (স্বত্বাধিকারী : মেসার্স লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিজ)** স্বামী উত্তম গরাই, গ্রাম - বাহারাখুল্লা, পো- গোড়ারডিহি, থানা-বেলিয়াতোড় জেলা-বাঁকুড়া, পিন- ৭২২২০৩ **জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী শক্তিপদ মাজি** পিতা শ্যামাপদ মাজি **২. শ্রী পার্থ সারথী মাজি** পিতা শক্তিপদ মাজি **৩. শ্রী অরবিন্দ মাজি** পিতা শক্তিপদ মাজি **৪. শ্রী উত্তম গরাই** পিতা শক্তিপদ গরাই **সকলের ঠিকানা** - গ্রাম- বাহরাখুল্লা, পো- গোড়ারডিহি, থানা-বেলিয়াতোড় জেলা-বাঁকুড়া, পিন- ৭২২২০৩। **বাহারাখুল্লা শাখা**	**ক) ১৫.০৯.২০২৩ খ) ১২.১২.২০২৩ গ) ৫,৮৩,৭৪৭.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ তিরাশি হাজার সাতশ সাতচল্লিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সম্পত্তি (জমি এবং ভবন) **শ্রী পার্থ সারথী মাঝি এবং শ্রী অরবিন্দ মাঝি,** পিতা শক্তিপদ মাঝির নামে, গ্রাম- বাহারাখুল্লা, পো -গোড়ারডিহি, থানা- বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া, পিন- ৭২২২০৩, সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সম্পত্তি (ভবন এবং জমি) মৌজা- বাহারাখুল্লা, থানা- বড়জোড়া, এডিএসআর- গঙ্গাজলঘাটি, জেলা-বাঁকুড়া, প্লট নং ২৪৯ এবং ২৫১, জেএল নং ১১১, খতিয়ান নং ১২৬, শ্রেণি-বাস্তু, পিন -৭২২২০৩, বিক্রয় দলিল নং ১৪২৩/২০০৩, তারিখ ২২/১২/২০০৩ এরিয়া ৫.৫ ডেসিমেল। **সম্পত্তির ঠিকানা :** মৌজা-বাহারাখুল্লা, থানা - বড়জোড়া, এডিএসআর- গঙ্গাজলঘাটি, জেলা-বাঁকুড়া, প্লট নং ২৪৯ এবং ২৫১, জেএল নং ১১১, খতিয়ান নং ১২৬, শ্রেণি-বাস্তু, পিন-৭২২২০৩। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে :ষষ্ঠী আখুলি, দক্ষিণে : গ্রামীণ সড়ক, পূর্বে : গুইরাম গরাই, পশ্চিমে : শান্তিময় গরাই সমন্বিত।
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অসীম কুমার দাস, স্বত্বাধিকারী : অজন্তা শু হাউস** পিতা শ্রী হরিচরণ দাস, বিবিগঞ্জ, পো- মেদিনীপুর, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ), **ঋণগ্রহীতা : শ্রী অসীম কুমার দাস** পিতা -শ্রী হরিচরণ দাস, বিবিগঞ্জ, পো মেদিনীপুর, থানা -কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১। **জামিনদাতা : শ্রীমতি রিনা দাস** স্বামী শ্রী অসীম কুমার দাস, বিবিগঞ্জ, পো -মেদিনীপুর, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১। **মেদিনীপুর শাখা**	**ক) ১৮.০২.২০২০ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৬,৩০,৯৪৮.০০ টাকা** (ছয় লাখ তিরিশ হাজার নশো আটচল্লিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সম্পত্তি (জমি এবং ভবন) **শ্রী অসীম কুমার দাস,** পিতা শ্রী হরিচরণ দাস এবং **শ্রীমতি রিনা দাস** স্বামী শ্রী অসীম কুমার দাস এর নামে, বিবিগঞ্জ, পো-মেদিনীপুর, থানা-কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন বিক্রয় দলিল নং ১০৬৬/২০১১ তারিখ ০২/০৩/২০১১, এরিয়া ১০৮ বর্গফুট, মৌজা- কেরানীটোলা, থানা - কোতোয়ালি, এডিএসআর- পশ্চিম মেদিনীপুর,জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন -৭২১১০১, শ্রেণি- বাস্তু, আরএস খতিয়ান নং ১৪৫, এলআর খতিয়ান নং ৩২৯, ১০৯, ৬৪৭, আরএস প্লট নং ১৯১, জেএল নং ১৭১, এলআর প্লট নং ৩৬১,খতিয়ান নং ২৪১৪, ২৪১৫। চৌহদ্দি : উত্তরে : তপন ভৌমিক, দক্ষিণে : ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি, পূর্বে : ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : তাপস কুমার পুতুতুন্ড এবং অন্যান্য।

তারিখ - ১৫.১২.২০২৩
স্থান - বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে বাড়ি ফিরলেন কেরলের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভিন রাজ্য থেকে এসে সর্বস্বান্ত হয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় বাড়ি ফিরলেন মোহিত গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি।

হিমাচলপ্রদেশের বাসিন্দা পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মোহিত গুপ্তরঠিকানা কেরলের কান্নুরে। বর্ধমান জেলায় এসে একটি টোটো চালক তাঁর সবকিছু নিয়ে চলে যান বলে তাঁর অভিযোগ। এদিন মোহিতবাবু বর্ধমান বাসস্ট্যান্ডে নেমে একটি টোটোতে বসে স্টেশন আসার উদ্দেশ্যে। এরপর রাস্তায় শৌচালয়ের খোঁজ করতে থাকেন। মোহিতবাবুর দাবি, ওই সময় তাঁর ব্যাগ ওই টোটোর মধ্যেই রাখা ছিল এবং টোটোতে আর কেউ ছিল না। পরে টোটোটিকে দাঁড়াতে বলে তিনি শৌচালয় থেকে ফিরে এসে দেখেন টোটোটি নেই এবং তাঁর

ব্যাগও নেই।

তাঁর দাবি, এমতবস্থায় সকাল থেকেই তিনি দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন সম্পূর্ণ অজানা এক জায়গায় এবং তাঁর কাছে ন্যূনতম অর্থ ছিল না কিছু খাওয়ার জন্যও। মোবাইল ফোন সহ সবকিছু ওই ব্যাগের মধ্যে ছিল। পরে পূর্ব বর্ধমান সদর থানায় এই বিষয়ে যোগাযোগ করেন এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে একটি জেনারেল ডায়েরি করে জানান পূর্ব বর্ধমান সদর থানায়।

এই সমস্ত বিষয়ের জন্য পূর্ব বর্ধমান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুখময় চক্রবর্তী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং কর্মীরা তাঁকে আইনের দিক সাহায্য করেন বলে তিনি তাঁর দাবি। তিনি আরও দাবি করেন, এই সময় বর্ধমান সহযোদ্ধা নামে একটি সংগঠন মোহিতবাবুকে কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য আর্থিক ভাবে এবং রাস্তায় খাওয়ার জন্য খাদ্য সামগ্রী, জল, ইত্যাদি কিনে তাঁকে স্টেশনে পৌঁছে দেয়। এ বিষয়ে বর্তমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে এবং মোহিত গুপ্তের হারানো ব্যাগ যাতে উদ্ধার হয় তার জন্য তারা তদন্ত শুরু করেছে।

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস :
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমোদিত অফিসার** স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১৯.০৮.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স দীপু মেশিনারি স্টোরস; শ্রী প্রমোদ কুমার সিং (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), শ্রী রুপেশ কুমার সিং (জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি সাবিত্রি সিং (জামিনদাতা)** কে **১৮,৫৮,১২৭.২৫ টাকা (আঠার লাখ আটান্ন হাজার একশ সাতাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী হিসেবকৃত সুদ সহ উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সাপেক্ষে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩ ডিসেম্বর** ২০২৩ তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.** এর নিকট বকেয়া **১৮,৫৮,১২৭.২৫ টাকা (আঠার লাখ আটান্ন হাজার একশ সাতাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে নথিতথ্য মতে আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ১২৭ পরিমাণ আনুমানিক ৯৩ বর্গ ফুট একতলায় বি-জি-৯ তলা "মার্শাল হাউস" নামে ভবনে নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ ২ বিঘা অবস্থিত বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ৩৩/১, নেতাজি সুভাষ রোড (পূর্বতন ৯৯, ক্লাইভ স্ট্রিট এবং ২৫, স্ট্র্যান্ড রোড), ওয়ার্ড নং ৪৫, থানা-হেয়ার স্ট্রিট,পো-জিপিও,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পিন- ৭০০০০১।
*** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিশেষত সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে স্বত্ব দলিল নং ১১১৫৪-১৯৯২ সালের তারিখ ১৫.০৪.১৯৯২ রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী প্রমোদ কুমার সিং এর নামে।

তারিখ- ১৩.১২.২০২৩
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

বর্ধমান স্টেশনে দুর্ঘটনায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহতদের দেখতে এলেন রাজ্যপাল।

কৃষকদের ঋণ মকুবের দাবি, বিডিওর কাছে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত কয়েকদিনের নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ধানের ও একই সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকে আলু ও সর্ষে চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি হয় বলে দাবি। যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কয়েক হাজার কৃষক। তাই ঋণ মকুবের দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার মন্তেশ্বর ব্লকের বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন বাম কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা ধনঞ্জয় সামন্ত, অনুপম ঘোষ, ওসমান গনি চৌধুরী, ফাল্গুনী রায় সহ অন্যান্য সদস্যরা। বাম কর্মীদের অভিযোগ, ওই এলাকায় বহু কৃষক ঋণ নিয়ে কেউ ধান চাষ করেছিলেন, কেউ আলু তো কেউ সর্ষে। গত কয়েকদিন আগে যে নিম্নচাপ হয়েছিল সেই সময় বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষতি হয় ফসলের। এই অবস্থায় কৃষকরা কী ভাবে ঋণের টাকা শোধ করবেন সেই নিয়েই সমস্যায় পড়েছেন। তাই সরকার যদি কৃষকদের পাশে না দাঁড়ায় এবং ঋণ মকুব না করে তবে কৃষকদের আত্মহত্যা করতে হবে। মন্তেশ্বর ব্লকের বিডিও তাঁদের আবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

SBI
RACPC BARRACKPORE
55, BARRACK ROAD, P.O. BARRACKPORE, DIST. NORTH 24 PARGANAS, PIN-700120, E-MAIL: sbi.64076@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নোটিশ

এতদ্দ্বারা সাধারণের বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) শ্রী সুদীপ ঘোষাল পিতা শম্ভু রাম ঘোষাল,
ঠিকানা : এইচ নং এইচ/৯ সুভিয়া হাউসিং এস্টেট, গোলঘর পার্ক এর নিকট, জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১২৫ এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পদ যা শ্রী সুদীপ ঘোষাল, ফ্ল্যাট নং '৩-এ', 'লতিকা অ্যাপার্টমেন্ট' পড়ে রয়েছে তা বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', যা আছে এবং যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে একটি লটে সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে, সিলকরা দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে যারা সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পদ ক্রয় করতে চান। সংরক্ষিত মূল্য **৭২,১০০ টাকা**, পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা **২০.১২.২০২৩** তারিখে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : **২১.১২.২০২৩** বেলা ২ টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় সংশ্লিষ্ট তারিখেই বিক্রয় নির্ধারিত হবে বেলা ৩ টায়, **২১.১২.২০২৩** তারিখে। সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের ব্যক্তি নং : ৭০০৩০৫৬৭৪৪।

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই আরএসিপিসি বারাকপুর

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK

প্রধান কার্যালয়- নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস, চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১

সংশোধনী

গত ইংরাজি ১৪.১২.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'দখল বিজ্ঞপ্তি' বিজ্ঞাপনে "**ক্রম. নং-১, ঋণগ্রহীতা- শ্রী নিরঞ্জন চৌহান**" ভুলক্রমে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। **উক্ত ক্রম নং-১ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে**। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(পূর্বতন ভারা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড)
CIN : U72900WB2014PTC199722
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলকাতা পব ৭০০০০৭ ভারত
এতদ্দ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ('কোম্পানি') **চালু সংস্থা** হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্কের আমানত ব্যতীত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং সিডিউল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) এবং রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ (ইক্যুইটি শেয়ার সহ) অথবা রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে দুই ব্লকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

ব্লক নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক	**কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত)** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী			
	বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'	১,৬৮,৪৮,০০০.০০ টাকা (এক কোটি আটষট্টি লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা)	১৬,৮৪,৮০০.০০ টাকা (ষোলো লাখ চুরাশি হাজার আটশ টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)
	কোনও কারণে ই-নিলাম ব্লক-এ অধীনে সফল হলে পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়া ব্লক-বি অধীনে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে।			
খ	সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ডি) অধীনে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে			
	ভারা ইনফ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড, CIN U30009WB1999PTC090277-এর শেয়ারসমূহ - ৯৯৩২০টি ইক্যুইটি শেয়ার, প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা	১,৬৮,৪৮,০০০.০০ টাকা (এক কোটি আটষট্টি লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা)	১৬,৮৪,৮০০.০০ টাকা (ষোলো লাখ চুরাশি হাজার আটশ টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :
১. নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ ব্লক-এ-এর জন্য : ১৪.০১.২০২৪ বেলা ১১.৩০টা থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত এবং ব্লক-বি-এর জন্য ১৪.০১.২০২৪ বেলা ২.৩০টা থেকে বেলা ৪.৩০টা পর্যন্ত
২. উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ : ২৯.১২.২০২৩
৩. নিলামি প্রক্রিয়াধীন অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ : ১০.০১.২০২৪
৪. ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ১২.০১.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৪.০১.২০২৪ উল্লিখিত বিস্তারিত মতে
দ্রষ্টব্য : আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তথ্য নথি সম্পর্কে সম্মত হওয়া এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন ই-নিলামের, ই-নিলাম ডাক ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ডাকদাতা কর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে। **ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল cirp.bahula@gmail.com থেকে।**

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.১২.২০২৩ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

Howrah District Land & Land Reforms Employees Co-operative Credit Society Ltd
(Registration No. 22 Date-12.01.1976)
12, Nityadhan Mukherjee Road, Howrah-711101

NOTICE

In pursuance of order no. 1321/II/6/12 dated-16.10.2023 of the Returning Officer of Howrah District Land & Land Reforms Employees Co-operative Credit Society Ltd. and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Howrah District Land & Land Reforms. Employees' Co-operative Credit Society Ltd. (Regn No-22 of 12.01.1976) that a **Special General Meeting of the Society will be held on 21.02.2024 at 10:30 A.M. at the premises of the Registered Office of the Society** under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.
1: Election to the Board of Directors of Howrah District Land & Land Reforms. **Employees'Co-operative Credit Society Ltd. (Election Schedule is attached below).**
All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.

(Joydip Moitra)
Special Officer
Howrah District land & land Reform ECCS ltd.

SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Memo no. 01/BOD Election/2023 Date: 06.12.2023

In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & Order no. 1321/II-6/12 dated-16.10.2023 of the Returning Officer & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election to the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 21.02.2024 (Wednesday) as per the following schedule.
Number of Directors to be elected: 14 out of which 02(two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Publication of Draft voter list	15/12/23	11:00 A.M.	Notice Board of the Society	ARO
2	Receiving of Claims & Objection on the draft voter list	18/12/23 To 29/12/23	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Society's Office	Smt. Aparna Senapati,
3	Hearing on Claims & Objection on the draft voter list	2/01/24	From 12:00 (Noon)	Society's Office	ARO
4	Publication of final voter list	3/01/24	After completion of hearing	Notice Board of the Society	ARO
5	Issue of Nomination papers	5/01/24, 6/01/24 & 8/01/24	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Society's Office	ARO
6	Submission of Nomination Papers	5/01/24, 6/01/24& 8/01/24	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Society's Office	ARO
7	Scrutiny of Nomination Papers	10/01/24	From 12:00 (Noon)	Society's Office	ARO
8	Publication of list of Valid Nominations	10/01/24	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
9	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	11/01/24	Upto 3:00 p.m.	Society's Office	ARO
10	Publication of Final List of Contesting Candidates	11/01/24	After 3.00 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
11	Election (if required)	21/02/24	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	SDL & LRO, Office 3, Kartick Dutta Road, Howrah-711101	Polling Personnel
12	Counting of Votes & Publication of Results	21/02/24	After completion of Poll	SDL & LRO, Office 3, Kartick Dutta Road, Howrah-711101	Polling Personnel & ARO

N.B.- 1) **Eligibility for being elected as Director:** As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination paper (if applied for SC/ST reservation) and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.
Date: 06.12.2023

(Imtiaz Ahmed)
Assistant Returning Officer
Howrah District Howrah District Land & Land Reforms ECCS Ltd

(Joydip Moitra)
Assistant Returning Officer
Howrah District Howrah District Land & Land Reforms ECCS Ltd

(Shib Sankar Das)
Assistant Returning Officer
Howrah District Howrah District Land & Land Reforms ECCS Ltd

অবসরপ্রাপ্ত সিআইএসএফ কর্মীর বাড়ি ও ফ্ল্যাটে সিবিআই হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবসরপ্রাপ্ত সিআইএসএফ কর্মীর বাড়িতে আচমকায় সিবিআই হানা। চাঁচল মহকুমার রতুয়া এবং মালদা সদর মহকুমার ইংরেজবাজার শহরে দুটি বিলাসবহুল বাড়ি এবং ফ্ল্যাটে সিবিআই-এর আট প্রতিনিধির দল অভিযান চালায়। বেআইনি কয়লা পাচার কাণ্ডের কিংপিং রয়েছে মালদার রতুয়ার থানার কাহালা এলাকার বাসিন্দা এই শ্যামল সিং বলে একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। চাকুরিরত অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে আসানসোলে কর্মরত ছিল শ্যামল সিং। আর সেখান থেকেই বেআইনি কয়লার ব্যবসার সঙ্গেই যুক্ত হওয়ার সূত্রপাত তার বলে সূত্রের খবর। এছাড়াও জমি জায়গার ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে এই শ্যামল সিং। আর সেই কয়লা পাচারের অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার সকালের থেকে দফায় দফাই শ্যামল সিংহের মালদার দুটি এলাকার বাড়ি এবং ফ্লাটে অভিযান চালায় সিবিআই কর্তারা। যদিও শেষ অভিযান পর্যন্ত শ্যামল সিংয়ের রতুয়ার বাড়ি থেকে একটি লাল ডায়েরি এবং বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছে অভিযানকারী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির কর্তারা। তবে শ্যামল সিংকে এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেননি সিবিআই কর্তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রতুয়ার কাহালা এলাকার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক নথি। লাল কাপড়ে মুড়ে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই কর্তারা।এদিন এদিন সকাল আটটার সময় প্রথমে রতুয়া থানার কাহালা এলাকার শ্যামল সিং-এর বাড়িতে সিবিআই কর্তারা অভিযান চালায়। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য মোতায়েন ছিল আধা সামরিক বাহিনীর জাওয়ানেরা। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় নথি। মালদার এই প্রাক্তন সিআইএসসফ কর্মীর সঙ্গে কয়লা কাণ্ডে যোগসূত্র রয়েছে এমনটাই দাবি। যদিও এবিষয়ে কোনও উত্তর দেননি তদন্তকারী কর্তারা। প্রাক্তন এই সিআইএসএফ কর্মী বর্তমানে একজন জমি ব্যবসায়ী বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ওই সিআইএসএফ কর্মী প্রায় আট বছর আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। চাকরি ছাড়ার সময় তাঁর পোস্টিং ছিল আসানসোলে। চাকরি ছেড়ে প্রথমে চলে যান কলকাতা। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর ফিরে আসেন মালদায়। গত কয়েক বছর ধরেই রতুয়ার বাড়ি থেকেই জমি জায়গার ব্যবসা রমরমিয়ে চালাচ্ছেন। কিন্তু স্থানীয় লোকমুখে শোনা যাচ্ছে, এক সময় অভাবের সংসার ছিল শ্যামল সিং-এর। দুবেলা ঠিক মতো খাবার জুটত না। সেই পরিবারের ছেলে সিআইএসএফের চাকরি পাওয়ার পর ভোল বদলে যায়। চাকরির কয়েক বছরের মধ্যেই এত টাকার মালিক হয়ে যান শ্যামল সিং যে, তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। যদিও একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, শ্যামল সিং-এর সঙ্গে আসানসোলের কয়লা মাফিয়াদের যোগসূত্র রয়েছে। এদিন তার বাড়িতে দফায় দফায় তল্লাশি চালিয়ে বহু নথি উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি তার ইংরেজবাজার শহরের ১ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায় ফ্ল্যাটের চাবি সিবিআই কর্তারা নিয়ে সেখানে অভিযান চালান। এদিকে দিন দুপুরে রতুয়া থেকে সরাসরি সিবিআই এর কর্তারা ইংরেজবাজার শহরের ১নং গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায় মধুবন্তী অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাটে শ্যামল সিংকে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। সিবিআই সূত্রে খবর বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযান জারি রয়েছে।

গোঘাটে গাড়ির চালক খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার ৫, রহস্য উন্মোচন করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গত ১১ ডিসেম্বর আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের বেলি এলাকা থেকে অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধারের রহস্য উন্মোচন করল গোঘাট পুলিশ। এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে গোঘাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করলেন এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, সিআই গৌতম দেবনাথ, গোঘাট ওসি অরূপ কুমার মণ্ডল। এদিন প্রেস মিটে এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানান, গোঘাটের বেলি থেকে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের মাথায় আঘাত ছিল। মির্জাপুর থেকে ৭১০ দশ গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। ওই গাড়ির মালিক জিপিএস সিস্টেম ধরে আসেন। তিনি জানান, লক্ষ্মীকান্ত লোহার নামে এক গাড়ির চালক পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থেকে বেরিয়ে ছিল। ১০০ বস্তা গালার উপকরণের মধ্যে প্রায় ৪২ বস্তা খোয়া গিয়েছে এবং গাড়িতে রক্তের দাগ। গোঘাট থানার পুলিশ জানার পর মৃতদেহের পরিচয় পায় এবং দ্রুত তদন্ত করে। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে পুরুলিয়ার বলরামপুর থেকে তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, এর মধ্যে দু'জন লক্ষ্মীকান্ত লোহারকে সরাসরি হত্যা করে। মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর ২১ বস্তা গালার উপকরণ উদ্ধার হয়েছে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.১২.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.১২.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগার কোটি ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ তেষট্টি টাকা)** ০৭.০১.২০১৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **পান্নালাল তারক শাউ ইস্পাত প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী অনিশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রীমতি কলাবতী দেবী শাউ, শ্রীমতি লালমণি দেবী শাউ, শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, জামিনদাতাগণ** কাছ থেকে।
সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য ৯০,০০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা দাখিল ৯,০০,০০০.০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০,০০০.০০ টাকা।
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য ৯৩,০০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা দাখিল ৯,৩০,০০০.০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪এ এবং ৪বি পরিমাণ মোট ২২৪৪.৮০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ৫মতলে সংশ্লিষ্ট ভবনে পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা- ৭০০০০৬, থানা-মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। হস্তান্তর দলিল এআরএ ১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৬০-২০০৬। যৌথমালিকানা শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কলাবতী দেবী(জামিনদাতাগণ-পান্নালাল তারকশো ইস্পাৎ প্রা লি)।
সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এপিসি রোড পূর্বে : প্রেমিসেস পঞ্চা বাকুলির স্বত্বাধীনে, পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড সমন্বিত।
সম্পত্তি নং ২: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি মোট পরিমাণ ২৩১৩.১০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দক্ষিণে এবং উত্তর পশ্চিম দিকে ৫মতলে, সংশ্লিষ্ট ভবনে, অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,কলকাতা-৭০০০০৬, থানা-মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। হস্তান্তর দলিল এআরএ ১, কলকাতা থেকে দলিল নং ১-৩৭৫৯-২০০৬ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি লালমণি দেবী শাউ, স্বামী তারক শাউ, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, পিতা শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অনিশ জয়সওয়াল পিতা শ্রী তারক শাউ এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এপিসি রোড, পূর্বে : প্রেমিসেস পঞ্চা বাকুলির স্বত্বাধীনে, পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড সমন্বিত।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১২.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | **SARB FILE NO. 19484/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN77785910163	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN77785937628	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১৫.১২.২০২৩, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক — punjab national bank

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল: cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত মত।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১.	**ক) মূল শাখা: বন্দেল রোড গড়িয়াহাট (২২৫১১০) খ) মেসার্স বিসিডি মার্কেটিং এবং শ্রী ত্রিপ্তেশ দাস গ) মেসার্স বি সি ডি মার্কেটিং এবং শ্রী ত্রিপ্তেশ দাস** ৩৮৫, গড়িয়া মেইন রোড, ভিক্টোরিয়া গ্রিনস, ই২-ইউজি-০৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৮৪ **অ্যাকা. নং. ০১৭১৯০১১০০০০৫১ ০১৭১৯০১১০০০১৩৬ সম্পত্তি আইডি: PUNBBCDMARK**	তিনতলা বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় ফ্ল্যাট সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ কমবেশি ১৪৯০ বর্গফুট বিল্ট-আপ এলাকা যার মধ্যে আছে চারটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, দুটি বাথ কাম প্রিভি, একটি হল, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ সমস্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলি যা প্রেমিসেস নং ৪৭২, গড়িয়া মেইন রোড, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪ রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে, ২৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, মৌজা-বারহাঁস ফরতাবাদ অধীনে অবস্থিত, দাগ নং ৪২৯ ও ৪৩০, খতিয়ান নং ৫৬০, খতিয়ান নং ৫৬১, জে এল নং ৪৭, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- মণীন্দ্র নাথ বিশ্বাসের প্রেমিসেস, পূর্বে- গড়িয়া মেইন রোড, পশ্চিমে- লাহার বাগান, দক্ষিণে- অমূল্য চরণ সাহার প্রেমিসেস, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী ত্রিপ্তেশ দাস এবং শ্রীমতী রাশেল দাস।**	**ক) ১৪.০৬.২০১২ খ) ১৯,৫৯,৯২২.০৫ টাকা** বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ আরও সুদ এবং চার্জ। **গ) ০৫.১১.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ৩১.৭৫ লক্ষ টাকা খ) ৩.১৮ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা**
২.	**ক) শাখা: বোন্দেল রোড, গড়িয়াহাট শাখা (২২৫১১০) খ) সুরাজ কুমার আগারওয়াল গ) প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল** (আইনি উত্তরাধিকারী) ৬৩এ বোন্দেল রোড, ৫ম তল, দেজ মেডিকেলের কাছে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০১৯ **অ্যাকা. নং. ১০৬৯৬৭৭১০০০২০১ সম্পত্তি আইডি: PUNBSURAJAGAR**	বন্ধকদত্ত সমপরিমাণ সম্পত্তি অর্থাৎ সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে জি+৩ তলা ভবনে, ২ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লিউসি এবং ব্যালকনি পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি উক্ত ভবনে পুর প্রেমিসেস নং ৫ডি, তিলজলা রোড, থানা - তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনের যাবতীয় সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৪ ছটাক এবং ২২ বর্গফুট কম বেশি তদস্থিত জি+৩ তলা ভবন অবস্থিত দাগ নং ১০৬, ১০৭, ১০৮ এবং ১১০ হোল্ডিং নং ৪৮, ৪৯ এবং ৫০ মৌজা - কুষ্ঠিয়া, জেএল নং ১৪ ডিভিশন-৫ সাব--ডিভিশন এনপিএস - তিলজলা পুর প্রেমিসেস নং ৫ডি, তিলজলা রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯, কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৬ অধীন রেজিস্ট্রিকৃত অধিক্ষেত্র এসআর আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :-** উত্তরে - হোল্ডিং নং ৪৮, দক্ষিণে - নির্মল কুমার রায়ের প্লট নং ২ জমি, পূর্বে - নির্মল কুমার রায় জমি প্লট নং ২ এবং হোল্ডিং নং ৪৮, পশ্চিমে - তিলজলা রোড সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : প্রিয়াংকা আগরওয়াল** (আইনি উত্তরাধিকারী এবং স্বামী প্রয়াত সুরজ কুমার আগরওয়াল)	**ক) ২৫.০৭.২০২২ খ) ২০,৯৫,১৮৭.৮৩ টাকা** সহ সুদ **গ) ১৮.১০.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ২২.৮০ লক্ষ টাকা খ) ২.২৮ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা**

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলী

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে ০৩.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: https://www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in

তারিখ : ১৪.১২.২০২৩
স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার (ফোন নং ০৩৩-৪০২৭৭২১৪) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (একটি সরকারি সংস্থা)

উত্তর দিনাজপুর রিজিওনাল অফিস
রায়গঞ্জ-কালিয়াগঞ্জ রোড, সুদর্শনপুর
পো. রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪

দখল নোটিশ

এতদ্বারা বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্টের নাম/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**রুসনা বেগম ঋণগ্রহীতা : ১. রুসনা বেগম,** স্বামী আবদুল মহিব, গ্রাম- পশ্চিম কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯। **জামিনদাতা : ১. আবদুল মহিব,** পিতা মাফিলুদ্দিন , গ্রাম-পশ্চিম কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯, **২. অমৃত বর্মন,** পিতা ভূপেন বর্মন, গ্রাম-পশ্চিম কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- ফুলুটি, জেএল নং ১৭৭, খতিয়ান নং এলআর ১৪৫৬, প্লট নং এলআর ৯৮০, এরিয়া : ০.০৮ একর, শ্রেণি- বাস্তু, অবস্থিত গ্রাম - পশ্চিম কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯ অনুযায়ী আবদুল মহিব, পিতা-মফিলুদ্দিন, গ্রাম-পশ্চিম কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯, জামিনদাতা : দলিল নং ৯১৬৫-২০১৫ সালের অনুযায়ী।	**ক) ১৪.১২.২০২২ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৮০৭০৩৩.০০ টাকা (আট লাখ সাত হাজার তেত্রিশ টাকা) টাকা** ১৩.১২.২০২২ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(২) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**সুদেব সরকার ঋণগ্রহীতা : ১. সুদেব সরকার,** পিতা- সন্তোষ সরকার, গ্রাম- কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯ **জামিনদাতা : ১. লিটন সরকার,** পিতা নিতাই সরকার, গ্রাম-হামিদপুর, পো- টি এম বাড়ি, থানা- কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিনা- ৭৩৩১২৯, **২. মিলন সরকার,** পিতা-সুবোধ সরকার, গ্রাম- কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - কুনর, জেএল নং ১৬৪, খতিয়ান নং এলআর ৫৩৮/৩, প্লট নং এলআর ৪৫৭, এরিয়া : ০.১০ একর, শ্রেণি -বাস্তু, অবস্থিত গ্রাম-পশ্চিম কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯ অনুযায়ী সুদেব সরকার, পিতা সন্তোষ সরকার এর নামে,গ্রাম-পশ্চিম কুনর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯ , ঋণগ্রহীতা : দলিল নং ১-৪১৯২-১৯৯৩ অনুযায়ী।	**ক) ১৪.১২.২০২২ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৯৩২০৬৫.০০ টাকা (নয় লাখ বত্রিশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা** ১৩.১২.২০২২ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(৩) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**অনন্ত মন্ডল ঋণগ্রহীতা : ১. অনন্ত মন্ডল,** পিতা আনন্দ মন্ডল, গ্রাম-চাঁদগাঁও, পো-মাধবপুর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯ **জামিনদাতাগণ : ১. আনন্দ মন্ডল,** পিতা বীরেন মন্ডল, গ্রাম-চাঁদগাঁও, পো-মাধবপুর, থানা-কালিয়াগঞ্জ,জেলা -উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, **২. আজিমুদ্দিন,** পিতা সবেদ আলি, গ্রাম- শিবপুর, পো-মহাদেবপুর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯, **৩. এজারুল হক,** পিতা- পান মহম্মদ, গ্রাম-কাশিডাঙ্গা, পো-মাধবপুর, থানা-কালিয়াগঞ্জ,জেলা -উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : চাঁদগাঁও, জেএল নং ১১৬, খতিয়ান নং এলআর ৮৩৩, প্লট নং এলআর ৮৭৪, এরিয়া : ০.০৬ একর, শ্রেণি-বাস্তু, অবস্থিত গ্রাম - চাঁদগাঁও, পো-মাধবপুর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা -উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯ অনুযায়ী আনন্দ মন্ডল, পিতা বীরেন মন্ডল এর নামে গ্রাম -চাঁদগাঁও, পো-মাধবপুর, থানা-কালিয়াগঞ্জ,জেলা -উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, জামিনদাতা : দলিল নং ৩৯২৬-১৯৯৫ অনুযায়ী।	**ক) ০৬.০১.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৪৮৬০৫৮.০০ টাকা (চার লাখ ছিয়াশি হাজার আটান্ন টাকা) টাকা** ০১.০১.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(৪) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**শুভ মন্ডল ঋণগ্রহীতা : ১. শুভ মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত ভবেশ মন্ডল, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯, **জামিনদাতাগণ : ১. মিলন সরকার,** পিতা সুবোধ সরকার, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, **২. বিদ্যুৎ সরকার,** পিতা অতুল চন্দ্র সরকার, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : কুনর, জেএল নং ১৬৪, খতিয়ান নং এলআর ২১৮১, প্লট নং এলআর ৪৬৯/১৭২৭, এরিয়া : ০.০৩ একর, শ্রেণি-বাস্তু, অবস্থিত গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, অনুযায়ী শুভ মন্ডল, পিতা প্রয়াত ভবেশ মন্ডল, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, এর নামে, ঋণগ্রহীতা, দলিল নং ২৬৬৮-২০১৩ সালের।	**ক) ০৬.০১.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৫১৮১৫৯.০০ টাকা (পাঁচ লাখ আঠার হাজার একশ উনষাট টাকা) টাকা** ০১.০১.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(৫) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**মহ সাজ্জাদ হোসেন ঋণগ্রহীতা : ১. মহ সাজ্জাদ হোসেন** পিতা প্রয়াত জামালউদ্দিন আহমেদ, গ্রাম - ফুলাড়ি, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন ৭৩৩১২৯ **জামিনদাতাগণ : ১. সিরাজ আলি,** পিতা নিজামুদ্দিন গ্রাম-ফুলাড়ি, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯ **২. মিলন সরকার,** পিতা সুবোধ সরকার, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- ফুলাড়ি, জেএল নং ১৭৭, খতিয়ান নং এলআর ৯৫২, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৭৬০, এরিয়া : ০.১৩ একর, শ্রেণি : বাস্তু, গ্রাম-ফুলাড়ি, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯,অনুযায়ী মহ সাজ্জাদ হোসেন, পিতা প্রয়াত জামালুদ্দিন আহমেদ, গ্রাম -ফুলাড়ি, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯,ঋণগ্রহীতা, দলিল নং ১-৪৯২৪-২০১৭ সালের।	**ক) ০১.০২.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৬৭০৫০২.০০ টাকা (ছয় লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ দুই টাকা) টাকা** ০১.০২.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(৬) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**বিলাশ বর্মন ঋণগ্রহীতা : ১. বিলাশ বর্মন,** পিতা শিরিশ বর্মন, গ্রাম-হাটপাড়া, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯, **জামিনদাতাগণ : ১. ডেলু রায়,** পিতা ধাদা রায়, গ্রাম-রাউদগাঁও, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, **২. বিশ্বনাথ রায়,** পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম-হামিদপুর, পো-টিএম বাড়ি, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯,	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- হাটপাড়া, জেএল নং ১৬২, খতিয়ান নং এলআর ৭১৮, প্লট নং এলআর ৩১৭, এরিয়া : ০.০৬ একর, শ্রেণি : বাস্তু, গ্রাম-হাটপাড়া, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, অনুযায়ী বিলাশ বর্মন, পিতা শিরিশ বর্মন এর নামে, গ্রাম-হাটপাড়া, পো-কুনর, থানা- কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯,ঋণগ্রহীতা- দলিল নং ৪৪২-২০০৩ সালের।	**ক) ০৩.০২.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৫৭৬৩৯২.০০ টাকা (পাঁচ লাখ ছিয়াত্তর হাজার তিনশ বিরানব্বই টাকা) টাকা** ০১.০২.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(৭) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**বিশ্বনাথ রায়, ঋণগ্রহীতা : ১. বিশ্বনাথ রায়,** পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম -হামিদপুর, পো-টিএম বাড়ি, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন -৭৩৩১২৯, **জামিনদাতাগণ : ১. সুশান্ত রায়,** পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম-হামিদপুর, পো-টিএম বাড়ি, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন -৭৩৩১২৯, **২. শ্রীকান্ত রায়** পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম-হামিদপুর, পো-টিএম বাড়ি, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন -৭৩৩১২৯, ৩. বুধু রায়,পিতা হীরেন্দ্রনাত রায়, গ্রাম-হামিদপুর, পো-টিএম বাড়ি, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন -৭৩৩১২৯,	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- হামিদপুর, জেএল নং ১৫৪, খতিয়ান নং এলআর ৪৬২, প্লট নং এলআর ৪১৯, এরিয়া : ০.১০ একর, শ্রেণি: বাস্তু, গ্রাম-হামিদপুর, পো-টিএম বাড়ি, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন -৭৩৩১২৯ অনুযায়ী বিশ্বনাথ রায় পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায় এর নামে গ্রাম-হামিদপুর, পো-টিএম বাড়ি, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন -৭৩৩১২৯, ঋণগ্রহীতা- দলিল নং ৯৩০-২০০৯ এবং ১১৪১-২০১৮ সালের।	**ক) ০৩.০২.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৬৭৫৭০৮.০০ টাকা (ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার সাতশ আট টাকা) টাকা** ০১.০২.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(৮) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**বিধান মন্ডল ঋণগ্রহীতা : ১. বিধান মন্ডল,** পিতা সুধীর চন্দ্র মন্ডল,: গ্রাম-রাউদগাঁও, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, **জামিনদাতাগণ: ১. সুদেব সরকার,** সন্তোষ সরকার, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, **২. মিলন সরকার,** পিতা সুবোধ সরকার, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা -রাউদগাঁও,জেএল নং ১৫৮, খতিয়ান নং এলআর ৭৯২, প্লট নং আরএস ২৮২, এলআর ২৮২, এরিয়া : ০.১০ একর, শ্রেণি : বাস্তু, গ্রাম-রাউদগাঁও, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯ অনুযায়ী বিধান মন্ডল, পিতা সুধীর চন্দ্র মন্ডল, গ্রাম-রাউদগাঁও, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, ঋণগ্রহীতা- দলিল নং ৪১৩০-২০১৪ সালের।	**ক) ১৮.০৭.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৪৬৭৭১১.০০ টাকা (চার লাখ সাতষট্টি হাজার সাতশ এগার টাকা) টাকা** ১১.০৭.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
(৯) কুনর bmknr@bgvbank.co.in	**স্বপ্না ফার্নিচার** ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী : ১. স্বপ্না ফার্নিচার, স্বত্বা : সমিতা দাস, গ্রাম- শেঠ কলোনি, পো এবং থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯ **ঋণগ্রহীতা : সমিত দাস,** পিতা নিখিল দাস গ্রাম- শেঠ কলোনি, পো এবং থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯, **জামিনদাতাগণ : ১. বিদ্যুৎ সরকার,** পিতা অতুল চন্দ্র সরকার, গ্রাম এবং পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯ **২. সঞ্জীব রায়,** পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম -রায়পুর, পো-কুনর, থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯ **৩. স্বপ্না দাস** স্বামী সমিত দাস, গ্রাম-শেঠ কলোনি, পো এবং থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- আখানগর, জেএল নং ৯৮, খতিয়ান নং আরএস ৪২২, এলআর ৭১৮৯, এরিয়া : ০.১৬ একর, শ্রেণি : বাস্তু, গ্রাম-শেঠ কলোনি, পো এবং থানা- কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯, অনুযায়ী স্বপ্না দাস, স্বামী সমিত দাস এর নামে, গ্রাম-শেঠ কলোনি, পো এবং থানা-কালিয়াগঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯, জামিনদাতা- দলিল নং ২১৬-১৯৯৯ সালের।	**ক) ১৮.০৭.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ৬১১১৫০.০০ টাকা (ছয় লাখ এগার হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) টাকা** ১১.০৭.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ১৫.১২.২০২৩
স্থান : সুদর্শনপুর, উত্তর দিনাজপুর

অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
উত্তর দিনাজপুর রিজিওনাল অফিস
সুদর্শনপুর, জেলা উত্তর দিনাজপুর

ইট ভাটার চিমনি ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪, গুরুতর জখম ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এক বছর ধরে বন্ধ ছিল বসিরহাটের হীরা ইট ভাটা। কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই ভাটা চালু করতে বয়লারে আগুন দেওয়াতেই বিস্ফোরণ ঘটে, চিমনি ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে। দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত ৩ জন। ঘটনার পরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেন। এবং ৪ জন মৃতের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে ও ৩ জন আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন বলে জানান জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন আসিত ঘোষ (৫০) বাড়ি বসিরহাটের শাকচুড়ায়, হাফিজুল মণ্ডল (৩৫) বাড়ি বসিরহাটের পাইকডাঙায়। বাকি দু'জন রাকেশ কুমার (৩৫) ও জিতু রাম (৫০) এদের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। আহতরা হলেন প্রদীপ গাঙ্গুলি, সঞ্জয় মণ্ডল, বাড়ি বসিরহাটে। যোগেশ্বর নিশাদের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। ঘটনায় আন্যান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার ইটভিডার হীরা ইটভাটার। সন্ধ্যার পর ভাটার যে চিমনি থাকে সেখানে ফায়ারিং করার জন্য কারিগর-সহ শ্রমিকরা হাজির ছিল। বয়লারে আগুন লাগাতেই হঠাৎ ভেঙে পড়ে ভাটার চিমনি। সেই চিমনি চাপা পড়ে ২৫ থেকে ৩০ জন গুরুতর জখম হয়। তাদেরকে পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী সহ স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় আনলে হাসপাতালে আনে। ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি ইট ভাটাগুলির পরিকাঠামো কেমন আছে তা পরিদর্শন করার পাশাপাশি জেলা শাসকের দপ্তরে সকলকে নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হবে।

গ্রাম সংসদের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মঙ্গলকোট গ্রামে অনুষ্ঠিত হল গ্রাম সংসদের সভা। ২০২৪ ও ২৫ সালের আর্থিক বর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কী কী উন্নয়ন হবে, এলাকার মানুষদের কী কী অসুবিধা রয়েছে, রাস্তাঘাট কোথায় নতুন করতে হবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মঙ্গলকোট গ্রামে গ্রাম সংসদ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান, সেক্রেটারি হরিসাধন সামন্ত, সহায়ক অরিন্দম মণ্ডল ও পলাশ হালদার, এনএস সুশান্ত ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মধ্যক্ষ সৈয়দ বসির, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান রহিম মল্লিক।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রহিম মল্লিক জানিয়েছেন, এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যার সমাধান খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তাঁদের অঞ্চলের তিনটি গ্রামে বড় পানীয় জল প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বাকি সমস্ত কাজের বিষয়েও এলাকার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় এদিন সভায়।

শান্তিনিকেতন সৃজনী শিল্প গ্রামে কলাক্রান্তি পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসবে উদ্বোধন শেষে শিল্পীদের মাঝে আলাপচারিতায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

উদ্ধার হল কোটি টাকার সোনা, গ্রেপ্তার মহিলা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: সীমান্তে উদ্ধার হল কোটি টাকার সোনা, গ্রেপ্তার মহিলা পাচারকারী। সীমান্তের বেড়ার উপর দিয়ে সোনা ছুঁড়ে পাচারের ছক বানচাল করল বিএসএফ। ঘটনায় এক মহিলাকে আটক করেছে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি বিভিন্ন আকারের সোনার বিস্কুট। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটের ওজন প্রায় ১৫০৮ গ্রাম বর্তমান বাজারে যার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃত পাচারকারীর নাম শাকিলা মণ্ডল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ পেট্রাপোল থানার বাসিন্দা সে। বিএসএফ আরও জানায়, বুধবার রাতে বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতীয় সীমান্তের বেড়ার উপর দিয়ে সোনা ছুঁড়ে পাচারের চেষ্টা চলছিল। কর্তব্যরত বিএসএফের জওয়ানরা সীমান্তের সামনে বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতের দিকে উদ্দেশ্যে করে কিছু ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখতে পান একটি বাড়ির উঠোনে দুটি বাদামী রঙের মোড়ানো প্যাকেট পড়ে রয়েছে এবং এক মহিলাকেও বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন জওয়ানরা। বিএসএফ জওয়ানরা ওই মহিলাকে আটক করে। প্যাকেটগুলি থেকে উদ্ধার হয় সোনার বিস্কুট।

কামারপুকুরে আলু বীজ প্রদান করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ হুগলির আরামবাগের গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কামারপুকুর চটি এলাকায় অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আলু বীজ বিতরণ করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের কৃষক নীতি ও তৃণমূল সরকারের একাধিক দুর্নীতি নিয়ে সরব হন। তিনি মঞ্চ থেকে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। কৃষকদের মোদি যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করেছেন। একদিকে ৫০০ টাকা অন্যদিকে ২৮ টাকার পাউচ পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি হচ্ছে। কামারপুকুর চটিতে ঘুরলে অন্তত ৫০ টা মদের দোকান পাবেন আইনি আর বেআইনি মিলে। দিনান্তে লোকেদের সর্বনাশ করছে ডিয়ার লটারি ভাইপো লটারি। কেউ লটারি পাবেন না। কে লটারি পাবে, বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডল। নলহাটির তৃণমূল বিধায়কের ভাই পাপ্পু সিং। জোড়াসাঁকোর তৃণমূলের বিধায়ক বিবেক গুপ্তার বউ। আপনি ডিয়ার লটারি পাবেন না। এটা ভাইপো লটারি। শেষ করে দিল বাংলাকে। বাংলা লজ্জা। চাকরি না পেয়ে বাংলার মেয়ে কেশ মুণ্ডন করছে। আমরা লড়ব।

তোর মমতা রাজত্ব খতম করব। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষক মৃত্যুর পরিবারকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তৃণমূল এখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরা এখন কৃষক বিরোধী। এরা কৃষকদের পাশে থাকলে আমাদেরকে চেয়ে নিয়েছে কৃষকদের পাশে থেকে আলু বীজ দিতে হত না। এটা সরকারের কাজ। এটা বিজেপির কাজ নয়। সরকারের উচিত বিঘাপ্রতির পাঁচ বস্তা করে আলু দেওয়া। সবমিলিয়ে এদিন গোঘাটের আলু চাষিদের পাশে থাকতে দেখা গেল রাজ্যের বিরোধীদল নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে।

জেলায় কোর কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে দেওয়া কোর কমিটির প্রথম বর্ধিত সভার মিটিং হল জেলা পরিষদের তিতুমির সভাকক্ষে। বিধানসভার প্রথম বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার এই বর্ধিত সভা হল। এদিন প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ, উপ মুখ্যসচেতক তাপস রায়, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, সহ বিধায়কেরা। এদিন ২০২৪ এর লোকসভা ও ২০২৬ এর বিধানসভার নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলীয় সংগঠনকে আরও জোরদার করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগামীদিনে কোর কমিটির বর্ধিত সভাতে সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করার আবেদন জানানো হয়। সভা শুরু করেন বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীতে একে একে সকলেই বক্তব্য রাখেন। শোনা হয় বিধায়কদের সুবিধা অসুবিধার কথা। চন্দিমা ভট্টাচার্য প্রস্তার রাখেন মহিলা তৃণমূল কর্মীদের আরও বেশি করে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করানোর। ব্রাত্য বসু জাতীয় রাজনীতির পর্যালোচনা, ৫ রাজ্যে ফলাফল ও বিজেপির ধ্বংসাত্মক রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আগামীদিনে তৃণমূল বিধায়কদের কি ধরনের কাজ করতে হবে তার দিশা দেখান। রথীন ঘোষ পরিসংখ্যান তুলে ধরে আগামীদিনে কি করণীয় তার ব্যাখ্যা করেন। নারায়ন গোস্বামী জেলার বিভিন্ন জায়গার নাম ধরে সেখানের সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য কোর কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করার জন্য বিশেষ নজর দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সভা শেষে তাপস রায় সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, দলনেত্রীর নির্দেশে এই কোর কমিটি কাজ করছে। বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অনুপস্থিতিতে দলনেত্রীর নির্দেশে সকলে মিলে কাজ করে দলীয় সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই আলোচনা। পাশাপাশি হাবড়া বিধানসভা এলাকার জন্য কমিটি তৈরি করে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। দলীয় কর্মসূচি করার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক জেলা সভাপতিদের অনুমতি নিতে হবে বলেও কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয় বলে জানান তাপস রায়। তবে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে দেওয়া কোর কমিটি করে দেওয়াতে খুশি বিধায়কেরা।

বর্ধমান স্টেশনে দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা, চাকরির দাবিতে ডেপুটেশন সিটুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার বর্ধমান রেল স্টেশনে ঘটা দুর্ঘটনায় মৃত ৩ জনের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ও পরিবারের একজনকে চাকরির দাবিতে বৃহস্পতিবার ডেপুটেশন দিল সিটু। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা সিটুর সভাপতি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বর্ধমান স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। তারপর তাঁরা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

সিটু সভাপতি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, রেল প্রশাসনের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য এতবড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য তিনজনের মৃত্যু হয়। বহু যাত্রী জখম হন। রেলের ঘোষণা অনুযায়ী, ৫ লক্ষ টাকা নয়, মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, দুর্ঘটনায় জখমদের সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের বাড়ি যাওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে রেলকে।

অন্যদিকে সিটুর দাবি, বেসরকারিকরণের নামে স্টেশন চত্বরে থাকা হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তারা কী ভাবে সংসার চালাবেন। সেই উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি জানান তাঁরা।

চুরির কিনারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: একই রাতে ৫টি মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৬ দুষ্কৃতীকে। গত ১১ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই পাঁচটি ভিন্ন মন্দিরে চুরি হয়। প্রত্যেকটি মন্দির থেকেই বিগ্রহের সোনা ও রুপোর গয়না, বিভিন্ন সামগ্রী এবং প্রণামী বাক্স লুঠ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ একটি মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে। এরপর আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে মগরাহাট থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সোনা রূপার গয়না, প্রণামী বাক্স, বেশ কিছু মোবাইল ফোন এবং দু'টি ওয়ান শার্টার পিস্তল ও কয়েক রাউন্ড গুলি।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পাতকুয়ো থেকে পচাগলা এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়াল পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানা এলাকায়। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার সেরেঙডি অঞ্চলের গোবিনডি গ্রামের অদূরে একটি পরিত্যক্ত পাতকুয়ো থেকে এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের অদূরে পাতকুয়োর পাশে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়ানোকে ঘিরে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কুয়োর মধ্যে নজর দিতে একজনকে জলে ভাসতে দেখতে পান স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। তারপর উদ্ধারকার্য চালিয়ে কুয়ো থেকে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া ওই যুবকের নাম মুকুল সিং বাবু (২৫), বাড়ি বাঘমুণ্ডি থানার বুড়দা-কালিমাটি অঞ্চলের বুড়দার কারুডিতে।

আধুনিক প্রশিক্ষণ ও মূলধনের অভাবে ধুঁকছে কন্যানগরের বিখ্যাত তাঁত শিল্প

দেবাশিস দে ● আমতলা

একসময় গ্রামে ঢুকলেই খটাখট শব্দে সারা এলাকা মুখর থাকত। কারিগররা খাওয়া ও ঘুমোনোর সময় পেতেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তাদের তৈরি টাঙ্গাইল শাড়ির দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। গ্রামের প্রায় সাতশো পরিবার এই শাড়ি তৈরির কারবারের উপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু কালের বিবর্তনে সেই তাঁত শিল্প আজ প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। কারণ হাতে টানা তাঁতের কাজে যে মজুরি পাওয়া যায় তাতে এই বাজারে সংসার চলে না।

১৯৫৬ সালে পূর্ববঙ্গের ৬০০ উদ্বাস্তু শিল্পী পরিবারকে নিয়ে আসা হয়েছিল এই দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই কন্যানগর গ্রামে। তাদের এখানে বসত জমি দান করে এই শিল্পকে এক কথায় নব জীবন দিয়েছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়।

তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েকটি দশক। কেউই তেমন নজর দেয়নি এই তাঁত শিল্পের

রক্ষণাবেক্ষণে। এমনটাই অভিযোগ এখানকার তাঁত কারিগরদের। তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য একটা কো-অপারেটিভ তৈরি হয়েছিল বটে তবে তার পরিচালন ব্যবস্থায় ছিল বিস্তর গলদ। বিশেষ করে কো-অপারেটিভ পরিচালন ব্যবস্থার অনিয়ম ও টাকা নয়ছয় হওয়ার জন্য তাঁতিরা উপকৃত হওয়া পরিবর্তে সেই কো-অপারেটিভ এর অস্তিত্বই আজ লুপ্তপ্রায়। ফলে এই গ্রামের তাঁতিরা পেটের টানে এখন অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু কেন এমন হল? তা জানতে চাওয়াতে, গ্রামের এক বয়স্ক কারিগর জানান, 'হাতে চালানোর তাঁতযন্ত্র বা হ্যান্ডলুমের সাহায্যে একজন কারিগর শাড়ি-পিছু ১৭০ টাকা পর্যন্ত মজুরি পান সেই শাড়িটা তৈরি করতে ওই কারিগরের মোটামুটি তিন দিন সময় লাগে। অপরপক্ষে অত্যাধুনিক 'জাকার্ড' পদ্ধতিতে একদিনে ১০টির উপর শাড়ি তৈরি করা যায় কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন করে শাড়ি বুনতে তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবারদের কাউকেই সরকারি তরফে প্রশিক্ষণ করার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে অধিকাংশ তাঁত শিল্পের কারিগররা প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। কেউ দিনমজুরি করছেন আবার কেউ ফটো বা টোটোর ড্রাইভারি করছেন। অবশিষ্টরা অনেকেই আমতলা বাজারে সবজির দোকান দিয়েছেন।'

কারিগরদের অভিযোগ, লাভ তো দূরের কথা, শাড়ি তৈরি করতে যা খরচ পড়ে, তার অর্ধেকও দামে শাড়ি বিক্রি হয় না। সুতোর লেছির দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে তাছাড়া আধুনিক পদ্ধতিতে শাড়ি তৈরির কোনও প্রশিক্ষণ নেই। তার উপর রয়েছে মূলধনের অভাব। কারিগর মদন বসাক বলেন, 'আমার সব তাঁত বন্ধ করে দিয়ে এখন ফুলিয়া থেকে শাড়ি এনে দোকানে দোকানে বিক্রি করি।' গ্রামের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কারিগর কৃষ্ণেন্দু বসাক বলেন, 'আমরা আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ পাইনি। এছাড়াও মূলধন নেই। কেউ আমাদের খবর রাখে না।' এলাকার কারিগরদের অভিযোগ, 'আমাদের গ্রামের তৈরি বুটিক, মাঠা শাড়ির প্রচুর নাম ছিল। বিক্রিও ছিল প্রচুর। এখন বাজারের চাহিদা কমেছে। সেই কারণে কারিগররা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেউ আর তেমন শাড়ি-বোনায় উৎসাহ পাচ্ছেন না।' এই গ্রামের সমস্যা সম্পর্কে বিষ্ণুপুর এক নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'আমাদের বিডিও সাহেব সবেমাত্র নতুন এসেছেন। এই সমস্যা কথা তাকে অবশ্যই জানানো হবে।'

E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat under Krishnagar-I Panchayat Samiti, P.O. Krishnagar, Dist. Nadia. **NIT No.- 21/Bhaluka/ 15th FC (tied)/ 2023-24 Dt. 13.12.2023, vide Memo No. 425/Bhaluka GP/2023 dt. 13.12.2023.** Last date & time for submission of E-tender on **27.12.2023 upto 10.00 p.m.** (as per server clock). For details contact to the office or visit http://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat,

e-Tender
e-Tender invited by the Prodhan Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia. **NIT No: Chakdignagar- 15/ 2023-24 Dated: 13/12/2023 (Sl. No-1) 5th SFC** Tied Fund Memo No: 591/Chak dated: **13/12/2023.** Bid submission closing date: **27/12/2023 up to 2 PM.** Technical Bid open: **29/12/2023 after 2 PM.** For more details please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat, Nadia

e-TENDER NOTICE
Office of the Khandaghosh Panchayat Samity
Sagrai, PurbaBardhaman
Tender Id: 2023_DMB_622487_1, 2023_DMB_ 622487_3 to 4
Bid Submission Start Dt. & Time (online): from **14/12/2023 up to 09:00 am**
Bid submission closing Dt. & Time (online): upto **28/12/2023 up to 09:00 am**
For viewing Tender: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Khandaghosh Panchavat Samity

e-Tender Notice
2 nos e-TENDER floate by Bagberia Gram Panchayat in govt. Portal. Please visit go to website: www.etender.gov.in
Sd/- Prodhan
Bagberia Gram Panchayat, Chapra Block, Nadia.

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.-19/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 2 nos Civil works. Bid Submission start- **14/12/2023**, Ends- **29/12/2023.** For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Office of the
Paratal-1 Gram Panchayat
Mohindar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Paratal-1 Gram Panchayat invited e-NIT vide **e-NIT No.: 15/5th SFC/Tied/ 2023-24, Date: 13.12.2023** from intending bonafied resourceful contractor. Last Date of Bid Submission: **28.12.2023 up to 03:00 PM.** Bid Opening Date: **02.01.2024 at 11:00 AM.** All other information available at **https://wbtenders.gov.in** with **e-Tender ID No.: 2023_ZPHD_622790_1**
Sd/-
Prodhan
Paratal-I Gram Panchayat

KRISHNAMAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIT-45/2023-24** for "Supply and delivery at site ISI Mark Socket and Spigot jointing system centrifugally cast DI (K7) Pipes for water supply Projects within Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id: 2023_MAD_623005_1
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/NIT-23/23-24 Dated 14.12.2023	Supply and Installation of 13 Nos. 12 Mtr. High Mast with 06 Nos. of 200/210 watt LED Flood Light at various important places under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 40,57,334.00

Bid Submission end date: **04.01.2024 at 11:00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/NIT-21-24 Dated 14.12.2023	Erection, Testing, commissioning of Mini Mast Light with 4 nos. of 110 watt LED Flood Light including Allied works at various important places of ward no.- 5 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 4,23,226.30

Bid Submission end date: **30.12.2023 at 11:00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-73/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_621703_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

Jagadishpur Gram Panchayat
Jagadishpur Hat, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-12/2023-24, Date: 14.12.2023. Fund: 5th SFC (Tied).** Bid Submission Start Date: **14.12.2023 from 04:00 PM.** Last Date of Bid Submission: **30.12.2023 up to 04:00 PM.** Date of Opening: **02.01.2024 at 02:00 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Mandir Bazar Block, South 24 Parganas
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য SBM(G) তহবিল থেকে দরপত্র আহ্বান করেছেন। **NIT No-22/JGP/ SBM(G)/2023-24,** Dated-08/12/2023 Bid Submission Start Date- 09/12/2023 at 11.00 am and Bid Submission End Date- 26/12/2023 at 1.00 pm. Bid opening Date-28/12/2023 at 2.00 pm. Online e-Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.wbtenders.gov.in ভিজিট করুন।
ধন্যবাদান্তে
প্রধান
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 03 nos. different development work vide **Memo No.: 546/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 10, Date: 11.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_621629_1, 2023_ZPHD_621629_2 & 2023_ZPHD_621629_3.** Bid Submission Start Date (Online): **12.12.2023 at 10:00 AM.** Bid Submission End Date (Online): **25.12.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **27.12.2023 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Office of the Rania Gram Panchayat
Under Budge Budge-II Panchayat Samity
South 24 Parganas. West Bengal
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no : **(1) RGP/415/2023, (Online ID: 2023_ZPHD_619918_1)** Dated : **08.12.2023** at different place within at Rania Gram Panchayat, Budge Budge-II Panchayat Samity, South 24 Pgs, WB. Tender publish date **12.12.2023** at **03.30 PM.** Last date for the online receipt of tender is **27.12.2023** at **11.50 am.** Details will be available at the website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Pradhan
Rania Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৫১, তারিখঃ ১৩.১২.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র.নং.১. টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৪৬-আর-১। কাজের নামঃ** "হাওড়া ডিভিসনে ব্যান্ডেল - কাটোয়া শাখায় সমুদ্রগড় - নন্দাইগ্রাম (এসএএমই-এনডিআইএম) এর মধ্যে কিমি ৫২/৩৩-৩৫-এ লেভেল ক্রশিং নং ১২/১/ই-এর পরিপ্রেক্ষিতে সীমায়িত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ২০,১৭,২১৭/-। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ)ঃ** ₹ ৪০,৪০০/-। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৬ মাস। **ক্র.নং.২. টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৬৩। কাজের নামঃ** সার্ভিস বিল্ডিং সমেত হাওড়া ওল্ড ও নিউ স্টেশন বিল্ডিং কমপ্লেক্সে এলইডি লাইট ফিটিং, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বিএলডিসি সিলিং ফ্যান, এইচভিএলএস ফ্যান ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৯৩,১১,৭২৩/-। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ)ঃ** ₹ ২,৪৬,৬০০/-। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৬০ দিন। **ক্র.নং.৩. টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৬৪। কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য এলইডি ফ্লাড লাইট ফিটিংস সমেত হাই মাস্ট টাওয়ারের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৭৪,৬৯,২৩৮/-। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ)ঃ** ₹ ২,৩৭,৪০০/-। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ** ক্রমিক নং. ১, ২ ও ৩-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ০৫.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধ হওয়ার তারিখটিতে যদি ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, যেহেতু আইআরইপিএস পোর্টালের প্রায়োগিক পদ্ধতি বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিল করার অনুমোদন দেবে না তাই অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনো পরিবর্তন হবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ের পরবর্তী যেকোনো সুবিধাজনক দিনে করা হবে। টেন্ডার সংক্রান্ত বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-401/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayHeadquarter

e-Tender Notice
Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Surface Drain & B/S Bamboo Pilling in Ward No-07, Construction of RCC High Drain in Ward No-13, Laying Pipe Line Includin Supply of Pipe & Accessories in ward No-01&18,2, 1, 18 and 19 under Dankuni Municipality for **e-N.I.T. No.: WBMAD/DKM/CP/e-NIT-177, 178, 179, 180, 181, 182 & 183/2023-24. Bid Submission closing date (Online): 27/12/2023.** Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-Tender.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for vide **e-NIT No.: WB/BWN/GG-I/NIT-11/SL.- 01-05/2023-24 & Memo No.: GG-I/463/1-16, Date: 13.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_ 622837_1 to 5. and WB/BWN/GG-I/NIT-12/SL.-01-03/2023-24 & Memo No.: GG-I/464/1-16, Date: 13.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_623237_1 to 3.** Bid Submission Start Date (Online): **14.12.2023 at 05:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **28.12.2023 up to 04:55 PM.** Bid Opening Date for Technical & Financial Proposals: **02.01.2024 at 12:30 PM.** For detailed information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Office of the
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
ABRIDGED TENDER NOTICE
Sealed tenders are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-
1. **NIET No: 02/SWM of 2023-24, Memo No- 3617/DM/2023 DT:-21.11.2023.** Tender Submission Closing date (On-Line) **23.12.2023 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **26.12.2023 at 15.00 hrs.**
2. **NIET No: 12/DEV.of 2023-24, Memo No -3738/DM/2023 DT:-13.12.2023.** Tender Submission Closing date (On-Line) 04.01.2024 upto 17.00 hrs. Tender opening date for technical proposals (On-Line) **08.01.2024 at 15.00 hrs.**

Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website "wbtenders.gov.in".
Sd/-, Chairman/ Executive Officer
Dubrajpur Municipality, Birbhum

আইপিএলে অধিনায়ক ঘোষণা করে দিল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল শুরুর চার মাস আগে অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গত মরসুমে চোটের কারণে শ্রেয়স আয়ার খেলতে না পারায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক করা হয়েছিল নীতীশ রানাকে। এ বার শ্রেয়স ফিরেছেন। তাই তাঁকেই আবার দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। গত মরসুমের অধিনায়ক নীতীশ হয়েছেন সহ-অধিনায়ক।

বৃহস্পতিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও বেঙ্কি মাইসোর নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেন। তিনি জানান, শ্রেয়স আগামী মরসুমে দলের অধিনায়ক হবেন। নীতীশ হবেন তাঁর সহকারী। বেঙ্কি বলেন, ‘‘চোটের কারণে ২০২৩ সালের আইপিএল খেলতে পারেনি শ্রেয়স। এটা দুর্ভাগ্যজনক। তবে এ বার ও খেলবে। আমরা খুশি যে আবার নেতৃত্বে ফিরেছে শ্রেয়স। যে ভাবে ও চোট সারিয়ে ফিরেছে তা শ্রেয়সের দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দেয়।’’

গত মরসুম ভাল যায়নি কেকেআরের। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৬টি ম্যাচ জিতে সাত নম্বরে শেষ করেছিল কলকাতা। একটা সময় প্রথম চারে শেষ করার সুযোগ থাকলেও শেষ দিকে পর পর কয়েকটি ম্যাচ হেরে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছিল তারা। শ্রেয়স না থাকায় মিডল অর্ডারে নীতীশ একা পড়ে যাচ্ছিলেন। যদিও রিঙ্কু সিংহ ফিনিশার হিসাবে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। শ্রেয়স ফেরায় এ বার দল অনেকটাই শক্তিশালী হয়েছে। চলতি মাসের ১৯ তারিখ আইপিএলের নিলাম। সেখানে বেশ কয়েক জন ক্রিকেটারের দিকে নজর থাকবে কলকাতার। তার আগে দলের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দিল তারা।

এক বছর পর কলকাতার নেতৃত্ব ফিরে পেয়ে মুখ খুললেন শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনার অবসান। ১৯ ডিসেম্বরের নিলামের আগেই ২০২৪ সালের আইপিএলের জন্য অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আবার শ্রেয়স আয়ারকেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্ব ফিরে পেয়ে খুশি মুম্বইয়ের ব্যাটার। চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য প্রস্তুত তিনি।

গত বছর চোটের জন্য আইপিএল খেলতে পারেননি শ্রেয়স। দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে থাকার পর গত এশিয়া কাপে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছেন শ্রেয়স। বিশ্বকাপে দু'টি শতরান-সহ প্রায় প্রতি ম্যাচে রান করেছেন। ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার এ বার তৈরি আইপিএলের চ্যালেঞ্জের জন্য।

কেকেআরের নেতৃত্ব ফিরে পাওয়ার পর শ্রেয়স বলেছেন, ‘‘গত মরসুমে আমার চোট ছিল। খেলতে পারিনি। দলকেও নানা চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়েছে। কঠিন পরিস্থিতিতে নীতীশ রানা শুধু আমার অভাব পূরণ করেনি। দলকে দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ বার নীতীশকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। দলের এই সিদ্ধান্তে আমি ভীষণ খুশি। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে দলের নেতৃত্ব স্থানীয় জায়গাকে শক্তিশালী করবে।’’

নেতৃত্ব ফিরে পেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রেয়স। তাঁর আশা, এ বার আইপিএলে ভাল ফল করবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফিরবে প্রত্যাশিত সাফল্য। আগামী ১৯ ডিসেম্বরের নিলামে চার জন বিদেশি-সহ ১২ ক্রিকেটার কিনতে পারবে কেকেআর। নতুন করে সাজাতে হবে দলের জোরে বোলিং আক্রমণ। এ বার দলের মেন্টর হিসাবে ফিরে এসেছেন প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। তাই ভাল ফলের আশায় ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষও।

চোট সমস্যায় দক্ষিণ আফ্রিকা

কোন কোন ক্রিকেটারের চোটের জন্য টেস্টে বড় সুবিধা পেতে পারেন রোহিতেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে দেশকে টেস্ট সিরিজ জেতাতে চান। তাই ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন কাগিসো রাবাডা। রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে তরতাজা হয়ে নামতে চান দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার। তাঁর গোড়ালিতে হালকা চোটও রয়েছে। প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন টেস্ট অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাও।

টেস্ট সিরিজের আগে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এবং গোড়ালির চোট সম্পূর্ণ সারানোর জন্য প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট না খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন রাবাডা। বৃহস্পতিবার নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। কিছু দিন আগে ঘরোয়া ক্রিকেটের একটি প্রতিযোগিতা খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন। এখনও স্বাভাবিক ছন্দে বল করতে পারছেন না। ম্যাচ ফিট হতে আরও কিছু দিন লাগবে তাঁর। তাই টেস্ট সিরিজের আগে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না রাবাডা। উল্লেখ্য, আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট।

শুধু রাবাডাই নয়, ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বাভুমাও। তিনি ব্যক্তিগত কারণে না খেলার কথা জানিয়েছেন। যদিও সূত্রের খবর, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁরা দু'জনেই খেলেন ‘লায়নস’ দলের হয়ে।

চোটের জন্য টি-টোয়েন্টি সিরিজে লুঙ্গি এলগিডিকে পাচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকা। চোটের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না অনরিখ নোখিয়াও। ফলে জোরে বোলিং আক্রমণ নিয়ে কিছুটা সমস্যায় দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির।

জায়গা হচ্ছে না ভারতীয় দলে, সুযোগ খুঁজতে আবার ভিনদেশে পাড়ি পুজারার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের দলে সুযোগ হয়নি। সামনে ঘরোয়া ক্রিকেটও নেই। তাই আবার কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন চেতেশ্বর পুজারা। গত দু'বছরের মতো এ বারেও তিনি খেলবেন সাসেক্সের হয়ে।

গত জুনে টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষ খেলেছেন ভারতীয় দলের হয়ে। তার পর গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টেস্ট দলে পুজারাকে রাখেননি জাতীয় নির্বাচকেরা। এ বার জায়গা হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার সফরের দলেও। বিজয় হজারে ট্রফিতে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলেছেন পুজারা। আপাতত ঘরোয়া ক্রিকেটেও কোনও প্রতিযোগিতা নেই। তাই ম্যাচ ফিট থাকতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুজারা। কাউন্টি ক্রিকেটে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা সরকারি ভাবে জানিয়েছেন সাসেক্স কর্তৃপক্ষ।

২০২২ এবং ২০২৩ সালে সাসেক্সের হয়ে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছিলেন পুজারা। গত মরসুমে তিনিই ছিলেন অধিনায়ক। ২০২২ সালে সাসেক্সের হয়ে পাঁচটি শতরান-সহ ১০৯৪ রান করেছিলেন পুজারা। ২০২৩ সালে সাসেক্স অধিনায়কের ব্যাট থেকে এসেছিল তিনটি শতরান। এ বার কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সাতটি ম্যাচ সাসেক্সের হয়ে খেলবেন তিনি। পুজারার পাশাপাশি এ বার সাসেক্সের হয়ে খেলবেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটার ড্যানিয়েল হিউজ। সমাজমাধ্যমে সাসেক্স কর্তৃপক্ষ এই খবর দিয়েছেন। আরও এক বার সাসেক্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খুশি পুজারা। তিনি বলেছেন, ‘‘সাসেক্সের সঙ্গে শেষ দুটো মরসুম দারুণ উপভোগ করেছি। সাসেক্স পরিবারের সঙ্গে আরও একটা মরসুম থাকার সুযোগ পেয়ে দারুণ লাগছে। মাঠে নামার জন্য অপেক্ষা করছি। আশা করি দলের সাফল্যে কিছু অবদান রাখতে পারব।’’ উল্লেখ্য, ১০৩টি টেস্টে ১৯টি শতরান-সহ ৭১৯৫ রান রয়েছে পুজারার।

পুজারা মরসুমের প্রথম সাতটি ম্যাচ খেললেও হিউজকে শুরু থেকে পাবে না সাসেক্স। তিনি টি-টোয়েন্টি ভাইটালিটি ব্লাস্ট প্রতিযোগিতা থেকে মরসুমের শেষ পর্যন্ত সাসেক্সের হয়ে খেলবেন।

ব্যারেটোর দুরন্ত গোলে জয়ে ফিরল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আই লিগে আগের ম্যাচে গোকুলম এফসি-র বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র করেছিল মহমেডান। বুধবার নামধারী এফসিকে তাদের ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারিয়ে ফের জয়ের রাস্তায় ফিরল আন্দ্রে চের্নিশভের ছেলেরা। নেপথ্যে বেনস্টন ব্যারেটো। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। নামধারীর বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে দুর্দান্ত গোলে নিজের প্রতিভা আরও একবার তুলে ধরলেন তিনি। প্রথমার্ধে কিছুটা ধীর গতিতে শুরু করে সাদা-কালো ব্রিগেড। কিন্তু দুই দলই কোনও গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে আঙ্গুসানার জায়গায় ডেভিড লাললানসাঙ্গাকে নামান কোচ চের্নিশভ। এদি হার্নান্দসের পরিবর্তে নামেন ব্যারেটো। দুই দলই আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াতে থাকে। অবশেষে ৮১ মিনিটে আলেক্সিস গোমেজের ডিফেন্স চেরা থ্রু পাস থেকে ডান পায়ে প্রথম পোস্টের ধারে বল রাখেন ব্যারেটো। ঝাঁপিয়ে পড়েও বাঁচাতে পারেননি গোলরক্ষক। এই গোলের পরে আরও আক্রমণ তুলে আনতে থাকে মহমেডান। কিন্তু ব্যবধান আর বাড়েনি। জয়ের ফলে ন'ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের শীর্ষ স্থানেই রইল মহমেডান। অন্য দিকে শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটিতেই হেরেছে নামধারী। ন'ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে তারা ১২ নম্বরেই থাকল।

আই লিগে মহমেডানের পরের ম্যাচ রবিবার চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে গোয়ায়। বৃহস্পতিবার দুপুরের বিমানেই লুধিয়ানা থেকে গোয়া উড়ে যাবেন ডেভিডরা।

উলটপুরাণ! ভারতের থেকে পাকিস্তানে বেশি টাকা পাচ্ছেন আইপিএলজয়ী দলের ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আকাশ-পাতাল পার্থক্য আইপিএল ও পাকিস্তান সুপার লিগের। আর্থিক দিক থেকে পাকিস্তান সুপার লিগের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে রয়েছে আইপিএল। একটি উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট। পিএসএলের এক মরসুম থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যা আয় করে তার থেকে বেশি টাকা আইপিএলের একটি ম্যাচের সম্প্রচারের জন্য বিসিসিআইকে দেয় সম্প্রচারকারী চ্যানেল। কিন্তু এক জন ক্রিকেটার ভারতের থেকে বেশি টাকা পাচ্ছেন পাকিস্তানে। তিনি আবার আইপিএলজয়ী দল গুজরাত টাইটান্সের ক্রিকেটার। তাঁর নাম নুর আহমেদ।

আফগানিস্তানের এই ক্রিকেটার ২০২৩ সাল থেকে খেলছেন আইপিএলে। গত বারের নিলামে তাঁকে ৩০ লক্ষ টাকায় কেনে গুজরাত। এ বারও তাঁকে ধরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, নুর সেই ৩০ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন আইপিএলে। অন্য দিকে পাকিস্তান সুপার লিগের এ বারের ড্রাফ্‌টের আগে তাঁকে প্ল্যাটিনাম ক্যাটেগরিতে রাখা হয়েছিল। ৮৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় নুরকে কেনে পেশোয়ার জালমি। অর্থাৎ, আইপিএলের থেকে পিএসএলে ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশি পাবেন নুর।

প্রথম বারই গুজরাতের হয়ে ভাল মরসুম গিয়েছে নুরের। হার্দিক পাণ্ড্যের নেতৃত্বে ১৩টি ম্যাচে ১৬টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। আফগানিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে ৭১টি ম্যাচে ৭৪টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। বাঁহাতি স্পিনার নুর দু'দিকেই বল ঘোরাতে পারেন। সেই কারণে বিভিন্ন দেশের লিগে গুরুত্ব পান তিনি। এ বার গুজরাতে নেই হার্দিক।

পরিকল্পনা বদলে অন্য ভাবে প্রতিবাদ অনড় অসি ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুশীলনের সময় দেখা গিয়েছিল উসমান খোয়াজার জুতোয় লেখা রয়েছে, তস্বাধীনতা মানুষের অধিকারদ এবং তসব মানুষের জীবনের দাম সমান।দ গাজা হামলার কথা মাথায় রেখেই এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই জুতো পরেই নামতে চেয়েছিলেন খোয়াজা। কিন্তু বাদ সাধে আইসিসি। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার হুঁশিয়ারির পরেও নিজের জায়গা থেকে সরে আসেননি খোয়াজা। প্রতিবাদ তিনি করেছেন। তবে কিছুটা অন্য ভাবে।

বৃহস্পতিবার নিজের সেই জুতো জোড়া পরেই নামেন খোয়াজা। তবে সাদা একটি টেপ দিয়ে স্লোগান ঢেকে দেওয়া ছিল। সেই সঙ্গে বাঁ হাতে একটি কালো ব্যান্ড পরে নামেন তিনি। আইসিসির হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ দেখাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৪১ রান করেন তিনি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে খোয়াজা জানতে পারেন স্লোগান লেখা জুতো পরে নামলে আইসিসি তাঁকে নির্বাসিত করতে পারে। তখনই নিজের ক্ষোভ উগরে দেন খোয়াজা। তিনি বলেন, আমার জুতোয় লেখা বার্তা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তবে এই নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। প্রয়োজনও নেই। কিন্তু যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন আমার এই লেখা নিয়ে, তাঁদের আমি বলব নিজেদের প্রশ্ন করুন। সত্যিই কি স্বাধীনতা সকলের জন্য নয়? সকলের জীবনের দাম কি সমান নয়? আমি কারও ধর্ম, জাতি বা সংস্কৃতি নিয়ে ভাবি না। কিন্তু যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কথার সঙ্গে সহমত নন, সেই কারণেই প্রশ্ন তুলছেন।

আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী কোনও রকম রাজনৈতিক বার্তা ক্রিকেটারেরা মাঠের মধ্যে কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন না। খোয়াজা বলেন, আমি কোনও রাজনৈতিক বার্তা লিখিনি। আমি কারও পক্ষ নিয়েও কথা বলিনি। আমার কাছে সকলেই সমান। মুসলিম হোক বা জিহু বা হিন্দু সকলেই এক। আমি তাঁদের হয়ে কথা বলছি, যাঁরা নিজেদের কথা বলতে পারছে না। অবলা শিশুদের কাঁদতে দেখলে আমার কষ্ট হয়। আমার দুই মেয়ের যদি এমন অবস্থা হত? জন্মের সময় তো আর কেউ ঠিক করতে পারে না, সে কোথায় জন্ম নেবে। কিন্তু যখন দেখি পৃথিবী কারও কারও থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন কষ্ট হয়। আইসিসি আমাকে বলেছে যে, এই জুতো পরতে পারব না। ওদের মনে হয়েছে এটা রাজনৈতিক বার্তা। আমি যদিও সেটা বিশ্বাস করি না। তবে আইসিসি যখন বলেছে, আমি সেই নির্দেশ মেনে চলব। ওই জুতো পরব না।

খোয়াজা ওই জুতো না পরলেও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর বিশ্বাস বদলাবে না। খোয়াজা বলেন, তআমি বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা মানুষের অধিকার এবং সব মানুষের জীবনের দাম সমান। আমার এই বিশ্বাস বদলাবে না। সে কেউ আমার সঙ্গে সহমত হোক বা না হোকাদ শেষ পর্যন্ত অন্য ভাবে নিজের প্রতিবাদ জানিয়েছেন খোয়াজা।

আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেটার এমন জিনিস পরে মাঠে নামতে পারবেন না যেখানে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা বর্ণবিদ্বেষী বার্তা রয়েছে। এমন কোনও জিনিস পরতে হলে আইসিসি-র অনুমতি প্রয়োজন। তবে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের সময় হাঁটু মুড়ে বসে প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়েছিল আইসিসি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় মেসির দুই পুরনো ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একই দিনে মাঠে নেমেছিল লিয়োনেল মেসির দুই পুরনো ক্লাব প্যারিস সঁ জরমঁ ও বার্সেলোনা। দুই দলই প্রতিযোগিতার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল। কিন্তু শেষ ম্যাচ ভাল গেল না তাদের। এক দিকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে ড্র করল পিএসজি। অন্য দিকে আবার অনামী রয়্যাল আন্টওয়ার্পের কাছে হেরে গেল বার্সেলোনা।

ডর্টমুন্ড-পিএসজি ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। সুযোগ তৈরি করছিল দু'দল। কিন্তু গোল করতে পারছিল না। ৫১ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। পিএসজি রক্ষণের ভুল কাজে লাগিয়ে গোল করেন করিম আদেয়েমি। যদিও বেশি ক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেনি ডর্টমুন্ড। ৫৭ মিনিটের মাথায় কিলিয়ান এমবাপের পাস থেকে সমতা ফেরান ওয়ারেন জাইরে-এমেরি। মাত্র ১৭ বছর ২৮০ দিন বয়সে তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সব থেকে তরুণ ফরাসি গোলদাতা হওয়ার নজির গড়েছেন।

খেলা ড্র হওয়ায় ৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে গেল পিএসজি। এসি মিলানেরও পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১১। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে শেষ করেছে মিলান। পিএসজি শেষ করেছে দ্বিতীয় স্থানে। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পিএসজির হয়ে খেলেছিলেন মেসি। তার পরে তিনি যোগ দেন মেজর সকার লিগের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে।

যে ক্লাবের হয়ে মেসি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এবং একটানা ২০২০ সাল পর্যন্ত খেলেছিলেন সেই বার্সেলোনা গ্রুপের লাস্ট বয় আন্টওয়ের্পের কাছে ২-৩ গোলে হেরেছে। আর্থার ভেরমিরান আন্টওয়ের্পকে এগিয়ে দেন। সমতা ফেরান ফেরান টরেস। দ্বিতীয়ার্ধে আবার এগিয়ে যায় আন্টওয়ের্প। এ বার গোল গেন ভিনসেন্ট জানসেন। খেলার শেষ দিকে বার্সার হয়ে সমতা ফেরান মার্ক গুইয়ু। দেখে মনে হচ্ছিল খেলা ড্র হবে। কিন্তু গোল খাওয়ার পরেই তৃতীয় বারের জন্য এগিয়ে যায় আন্টওয়ের্প। এ বার গোল করেন জর্জ ইলেনিখেনা। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেনি বার্সা।

৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে গিয়েছে বার্সা। দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করেছে পোর্তো।

পায়ে বলের বদলে হাতে ন্যাতা, বালতি, ঝাঁটা! বাংলার ১০ ফুটবলারকে দিয়ে শিশু শ্রম, উদ্ধার ভিন্ রাজ্য থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাল ফুটবলার হয়ে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে বেঙ্গালুরু গিয়েছিল এক দল খুদে। যাদের বয়স আট থেকে ১৪। কিন্তু সেখানে পৌঁছে অন্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদের। ফুটবলের বদলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাসন, ন্যাতা-বালতি, ঝাঁটা, ময়লা জামাকাপড়। সকলকেই সেখান থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

বাংলার ১০ খুদে ফুটবলারকে কার্যত শিশু শ্রমিকে পরিণত করা হয়েছিল। বল নিয়ে মাঠ দাপানোর বদলে কেউ আনাজ কেটেছে, কেউ বাসন ধোয়ার কাজ করেছে, কেউ ঘর পরিষ্কার করেছে। আরও নানা কাজ করানো হয়েছে খুদে ফুটবলারদের দিয়ে। এমনই অভিযোগ বেঙ্গালুরুর একটি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

চার মাসের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু গিয়েছিল তারা। এক মাসের মধ্যেই তাদের ভাল ফুটবলার হয়ে ওঠার স্বপ্ন ধাক্কা খায় দক্ষিণের রাজ্যে। কর্নাটকের যুব লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ১০

ফুটবলারকে। সে সব যে শুধুই কথার কথা, তা এক মাসেই বুঝে যায় তারা। শুধু নিজেদের রান্না, জামাকাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার, বাসন ধোয়া বা অন্য কাজ করতে হয়নি। অ্যাকাডেমির কোচ, কর্তা এবং অন্যদের সব কাজও করানো হয়েছে তাদের দিয়ে।

কয়েক দিন এমন চলার পর নিজেদের বাড়িতে ফোন করে খুদে ফুটবলারেরা সব কিছু জানায়। তারা জানায়, অত্যন্ত নিম্ন মানের খাবার দেওয়ার কথা। ঠিক মতো কাজ না করলে মারধর করার কথা। তাদেরই এক জন শুভদীপ কুন্ডু বলেছে, ‘‘খেলার সুযোগ ওখানে খুবই কম পেয়েছি আমরা। দিনের বেশির ভাগ সময় বিভিন্ন কাজ করেই কেটে যেত। আমাদের দিয়ে রান্না, জামাকাপড় কাচা বা ঘর পরিষ্কার করানো হয়েছে। বাথরুমও পরিষ্কার করতে হয়েছে আমাদের।’’ আর এক খুদে ফুটবলার ইশান লস্কর বলেছে, ‘‘আমার ওখানে বেশ ভয় করছিল। বাড়ি ফিরতে চাইলে প্রত্যেকের কাছে ২০ হাজার টাকা করে চাওয়া হয়েছিল। আমাদের মারধর করা হয়েছে। খুব কম এবং খারাপ খাবার দেওয়া হত আমাদের।’’

যে সংস্থা ১০ জনকে ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য বেঙ্গালুরুর ওই অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়েছিল, তারা বিষয়টি জানতে পেরেই কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। ১০ খুদে ফুটবলারকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয় রাজ্যের ফুটবল সংস্থা আইএফএ। সচিব অনির্বাণ দত্ত এবং সহ-সভাপতি সৌরভ পাল সব কিছু তদারকি করেছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**